সত্যদাসের সৎপ্রসঙ্গ।

প্রথম ভাগ।

সত্যদাস-বিরচিত।

"সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে কর সুখে কালহরণ।"

কলিকাতা।

ধর্ম্মবন্ধু কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

১৮৮৭।

উৎসর্গ পত্র।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার

চিহ্নস্বরূপ

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস

দাদা মহাশয়কে

এই ক্ষুদ্র পুস্তক

অর্পিত

হইল।

ভূমিকা।

কিছুদিন পূর্ব্বে Old Humphrey এর কোন একখানি পুস্তক আমার হস্তগত হয়। উক্ত পুস্তকের কয়েকটী প্রবন্ধ আমি পাঠ করি; প্রবন্ধগুলি অতি সুন্দর,—সংক্ষিপ্ত ও কোন কোনটী বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ। দেখিলে বোধ হয়, যেন অত্যন্ত ব্যস্ত, বিষয়কর্ম্মশীল লোকদিগের প্রাণকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য নীতি ও জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি রচিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার মনে হইল যে, বঙ্গভাষায় এমন কোন পুস্তক প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, যাহা বিষয়কার্য্যের মধ্যে বঙ্গীয় সন্তানদিগের প্রাণকে নির্ম্মল আনন্দ, সত্য, প্রেম ও পুণ্যের দিকে অগ্রসর করিতে সমর্থ হয়। এই ভাব মনে উদয় হইলে আমি তদনুসারে "ধর্ম্মবন্ধু" পত্রিকায় ঐরূপ ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলাম। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া অনেকেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন, এবং ঐ গুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন।

"সত্যদাসের সৎপ্রসঙ্গ" নূতন ধরণের পুস্তক। বঙ্গভাষায় এ প্রকার পুস্তক নাই। আর ইংরাজি ভাষায়ও আমি এরূপ ধরণের কোন পুস্তক দেখি নাই। তবে যাঁহার পুস্তক পাঠ করিতে করিতে আমার মনে এইরূপ নূতন

ভাবের উদয় হইয়াছে, এস্থলে তাঁহার নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় উল্লেখ করিলাম। "সত্যদাসের সৎপ্রসঙ্গ" কোন পুস্তকের অনুকরণ বা কোন পুস্তকের ছায়া অবলম্বনে লিখিত নহে, পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

"সত্যদাসের সৎপ্রসঙ্গ" প্রকাশের আরও একটী বিশেষ কারণ আছে। ভগবানের কৃপায় আমি সময়ে সময়ে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরম সুন্দর পরমেশ্বরের বিচিত্র শোভা দর্শন ও সাধু ভক্তদিগের সঙ্গে আলাপ করিয়া যে সকল ভাব উপার্জ্জন করি, তাহা একাকী সম্ভোগ করিতে আমার বড় কষ্ট বোধ হয়, সেই জন্য আমার ভাই-ভগ্নীদিগকে যথাসাধ্য সেই সকল না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এস্থলে এ সকল কথা অধিক বলা নিষ্প্র-য়োজন। যদি আমার একটী ভাই অথবা একটী ভগ্নী এই পুস্তক পাঠ করিয়া কিছু পরিমাণে আনন্দ ও শান্তি লাভ করেন, আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

উপসংহার কালে, সিটীকালেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।

সত্যদাস।

সূচী পত্র।

বিশ্বাস কর,—এবং সুখী হও।

"If God stands before me with a drawn sword still I will run to Him."—*Spurgeon.*

আমি এইরূপ একটী গল্প শুনিয়াছি যে, কোন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রবক্ষ দিয়া গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে প্রবল বেগে ঝড় উত্থিত হইল, ঝড়ের প্রতাপে সাগরের জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া যেন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইল, শন্ শন্ শব্দে বায়ু বহিতে লাগিল, সাগর ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া পোতস্থিত ব্যক্তিদিগকে ভয়ে অভিভূত করিতে লাগিল। তখন উক্ত রমণী অত্যন্ত ভীতা হইয়া তাঁহার স্বামীর কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের মৃত্যু অতি সন্নিকট বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রমণীর স্বামী একজন পরম বিশ্বাসী লোক ছিলেন। সাগরের ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে তাঁহার হৃদয় কিছুই বিচলিত হয় নাই। সেই পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণে তিনি তাঁহার প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া

এই বিপদের সময় বিশ্বাসবলে চিত্তের ধৈর্য্য ও প্রসন্নতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী অধীরা হইয়া যখন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি একখানি অসি হস্তে লইয়া তাঁহার স্ত্রীর সম্মুখে ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি কি ইহা দেখিয়া ভীত হইতেছ না?" তাঁহার স্ত্রী উত্তর করিলেন, "না"! তিনি বলিলেন, "আমি তোমার সম্মুখে শাণিত খড়্গ যে ভাবে ধরিয়াছি, ইহাতেও তুমি কেন ভীত হইতেছ না?" রমণী বলিলেন, "ও অসি যে তোমার হস্তে!—তুমি কি আমায় বধ করিতে পার?" তখন তাঁহার স্বামী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তেমনি পরমেশ্বর যে বিপদ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতেও আমাদিগের ভীত হইবার কোন কারণ নাই।" এইরূপে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে পরমেশ্বরের মঙ্গল ভাবের বিষয় বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার ভীতি দূর করিলেন।

আমাদিগের জীবনেও অনেক সময় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যখন সংসারের নানা প্রকার বিপদ ও দুর্ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে থাকি, মনে হয় বুঝি এবার একেবারে ডুবিলাম। তখন আমাদের হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, চিত্তের প্রসন্নতা বিনষ্ট হয়, এবং আমরা প্রতি পলকে প্রমাদ গণিতে থাকি।

এ সকল অবিশ্বাসের লক্ষণ। পরমেশ্বরের কৃপার উপর বিশ্বাস থাকিলে কোন মানুষ কি বিপদে ভীত বা শঙ্কিত হয়? জননী সন্তানকে মহাবিপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে লইয়া গেলেও কি সন্তান তাহাতে ভীত হয়; অথবা জননী তাহাকে বিপদে ফেলিবেন, এরূপ সন্দেহ নিমেষের জন্যও কি তাহার প্রাণে স্থান লাভ করিতে পারে? শিশু যখন মায়ের অঞ্চল ধরিয়া থাকে, তখন পৃথিবীর কোনও বস্তু তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না। কোন কারণে যদি সে ভীত হয়, তাহা হইলে আরও দৃঢ়রূপে মাতার অঞ্চল ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া লুকায়। তবে পরমেশ্বরের প্রতি আমাদিগের কতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক! স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, পুত্র জননীকে, এবং বন্ধু বন্ধুকে যে পরিমাণে বিশ্বাস করিয়া থাকে, সেই দয়াময় পরমেশ্বরের উপর আমাদিগের তাহার কোটীগুণ অধিক বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। পরমেশ্বর উদাসীন অথবা প্রবঞ্চক নহেন। আমরা যে তাঁহার সন্তান, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তিনি যদি আমাদিগের পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্য অথবা জীবন পর্য্যন্ত কাড়িয়া লন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? পার্থিব ধন কাড়িয়া লইলে তিনি আমাদিগকে ধর্ম্মধনে ধনী করিবেন, পার্থিব জীবন কাড়িয়া লইলে অমূল্য স্বর্গীয় জীবন প্রদান করিবেন। দয়াময়ের

হস্ত হইতে কি অমঙ্গল আসিতে পারে? জননী কি সন্তানকে বিষপাত্র প্রদান করিতে পারেন? জগৎ-জননী যিনি, তিনি কি তাঁহার সন্তানদের প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারেন? ভক্ত বিশ্বাসীর সহিত সংসারের অবিশ্বাসী লোকের প্রভেদ এই যে, বিশ্বাসী তাঁহার জীবনের প্রতি ঘটনা ও প্রতি অবস্থার মধ্যে, সুখই আসুক্ আর দুঃখই আসুক্, মঙ্গলের এবং দুঃখের ঢেউ গণনা করিতে থাকেন; মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অন্তরালে অগণ্য তারকা-রাজি দর্শন করেন; পত্র ও ফলমূলশূন্য বৃক্ষ হইতে রমণীয় নব পল্লব ও সুন্দর পুষ্প দর্শনের আশা করেন; মৃত্যু আসিলে নবজীবন পাইবার আশা করেন: সুখ সম্পদ আসিলে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিবেন বলিয়া আনন্দিত হন; দুঃখ দরিদ্রতা আসিলে দয়াময়ের চরণ প্রাণে আরও ভালরূপে আলিঙ্গন করিবেন ভাবিয়া সুখী হন। এইরূপে ভক্ত সকল অবস্থার মধ্যেই পরম সুখী। কারণ তিনি পরমেশ্বরকে আপনার পিতা, মাতা এবং সুহৃদ বলিয়া যথার্থই অনুভব করিয়াছেন। অবিশ্বাসী সুখের মধ্যেও বিপদ গণনা করে, সে সামান্য বিপদের ঢেউকে তালবৃক্ষের সমান মনে করে, নির্ম্মল মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে ঘোর নীরদজালে আচ্ছন্ন মনে করিয়া ভীত হইতে থাকে। সে প্রতি পলকে প্রমাদ গণনা করে। তাই সাধকেরা বলিয়া থাকেন;—

"অবিশ্বাসীর অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না করি নির্ভর সর্ব্বদা ভাবিয়া মরে।"

প্রিয় বন্ধু, পরমেশ্বরকে প্রবঞ্চক মনে করিও না। তোমার কিসে মঙ্গল হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া কেন নিশ্চিন্ত থাকিতে পার না? ভক্তের জীবন অধ্যয়ন করিয়া দেখ, সেই কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি কেমন সদানন্দে এ সংসারে বিচরণ করিতেছেন। বিশ্বাসী দুঃখ এবং দরিদ্রতার মধ্যে কেমন সানন্দ অন্তরে বাস করেন, এবং দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত ও শয্যাশায়ী হইয়াও সেই পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের গুণগান করিয়া বিপদের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন! পরমেশ্বর যাহা করেন, সকলই তোমাদের মঙ্গলের জন্য,—ইহা বিশ্বাস কর, এবং জীবনের সকল ঘটনার মধ্যে সেই মঙ্গলময়ের সুধামাখা চরণ প্রাণে আলিঙ্গন করিয়া শতবার চুম্বন কর। আর সত্যদাসের সহিত মিলিত হইয়া সেই মঙ্গলময়ের নিকট সর্ব্বদা এই গান কর,—

"আর বল্‌ব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়,
দীনবন্ধু হে,
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে,
তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুই সমান;

তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি,
গুণনিধি হে ;
ঘোর বিপদেও বল্‌ব তোমায় দয়াময় !”

আত্মার দুর্ভিক্ষ ।

ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। দুর্ভিক্ষের হাহাকার রবে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। যখন সংবাদপত্রে এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের বিষয় পাঠ করি, কিম্বা যে সকল বন্ধু এই ভয়ানক ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের মুখ হইতে এই নিদারুণ বিষয়ের কথা শ্রবণ করি, তখন দুঃখে ও কষ্টে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। এই ভয়ানক অনল বঙ্গের শত শত লোককে দগ্ধ করি-তেছে,—তাহাদিগের হাহাকার রবে বঙ্গের আকাশ যেন ফাটিয়া যাইতেছে ! প্রিয় বন্ধু, এই ব্যাপারের কথা শ্রবণ করিয়া তোমারও হৃদয় নিশ্চয় সময়ে সময়ে অস্থির হইয়া পড়িতেছে। আমি গরিব, আমি আর কি করিব ! আমি যখন শুনি অন্ন-বিহনে এতগুলি ভাই ভগিনীর প্রাণ নাশ হইল, তখন যেন প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে। কি করিব ?—সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মুখের দিকে তাকা-ইয়া বলি, “দয়াময়, এ ঘোর সঙ্কটে তুমি রক্ষা না করিলে আর কে করিবে ?”

অন্ন-বিহনে লোকের প্রাণ নাশ হইতেছে, ইহাতে ত প্রাণ ব্যথিত হইতেছে; কিন্তু আর একটী বিষয়ের জন্য ইহা অপেক্ষাও আমার প্রাণ ব্যথিত হয়। সেটী কি, তাহা কি তুমি জান? সেটী আত্মার দুর্ভিক্ষ! অন্নাভাবে একটী লোকের প্রাণ বিনাশ হইল দেখিয়া, যদি আমার পাঁচগুণ কষ্ট হয়, তবে ধর্ম্ম এবং পবিত্রতার অভাবে একটী মানবের আত্মা বিনষ্ট হইতেছে, ইহা দর্শন করিয়া আমার শতগুণেরও অধিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া, জলে ডুবিয়া যাওয়া, হিংস্রক জন্তু কর্তৃক বিনষ্ট হওয়া, কঠিন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে প্রাণবিয়োগ, হওয়া এ সকল একটী আত্মার বিনাশের সঙ্গে তুলনায় কিছুই নহে। ধার্ম্মিকেরা শরীরের বিনাশকে কিছুই মনে করেন না,—এই অস্থায়ী, বিনশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর দেহের নাশ তাঁহাদিগের নিকট কিছুই নহে। দুঃখ, কষ্ট, দরিদ্রতা, ব্যাধি, অন্নকষ্ট প্রভৃতি দুর্ঘটনার মধ্যে মহাত্মাগণ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের হস্ত দর্শন করিয়া দুঃখিত না হইয়া বরং তাহা হইতে সুফল প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। তাঁহারা শরীর অপেক্ষা আত্মাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। কিন্তু কেবল কি শরীর অপেক্ষাই আত্মাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন? না, তাঁহারা এই সংসারের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এবং এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তু অপেক্ষা আত্মাকেই উচ্চতর আসন প্রদান করেন।

তাঁহারা যখন দেখেন এক ব্যক্তির আত্মা পরমেশ্বর হইতে দূরে বাস করিতেছে, তখন সেই ধার্ম্মিক ভক্ত পরিবারদিগের মধ্যে ভয়ানক ক্রন্দনের রোল উত্থিত হয়। একটী ভাইয়ের মৃত্যু হইল মনে করিয়া তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়েন; দুঃখে এবং কষ্টে তাঁহাদিগের প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইতে থাকে। তাঁহারা শরীরের ধ্বংসকে মানবের মৃত্যু মনে করেন না, আত্মার বিনাশকেই মানবের মৃত্যু বলিয়া স্থির করেন। প্রিয় বন্ধু! তুমি কি মনে কর? শরীর অপেক্ষা এবং এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তু অপেক্ষা যে আত্মা শ্রেষ্ঠ তাহা কি তুমি জান? তুমি কি কখন মানবাত্মার মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিয়াছ? আত্মার বিনাশে মানবের যে কি দুর্গতি হয় তাহা কি কখন দর্শন করিয়াছ? আত্মার দুর্ভিক্ষে মানবসমাজের যে কি ভয়ানক শোচনায় অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা কি কখন চিন্তা করিয়াছ? আজ এস, বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মবিহনে মানবের আত্মার কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিতেছে তাহা লইয়া কিছু আলোচনা করি।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অধর্ম্ম, অন্যায় ও অপবিত্রতার ভীষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়ি। কপটতা, অপবিত্রতা ও অধর্ম্ম বঙ্গের এবং ভারতের

ভূষণ হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দুই একজনকেও যদি এ দোষ হইতে বিমুক্ত দেখা যায়, যথেষ্ট বলিতে হইবে, নতুবা শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, যুবা ও বিদ্যালয়ের ছাত্র এই দোষে দূষিত। মানুষ আত্মা অপেক্ষা শরীরকে মূল্যবান্ মনে করিতেছে,—সত্যকে উপেক্ষা করিয়া মিথ্যার আদর করিতেছে,—ধর্ম্ম এবং সুনির্ম্মল পবিত্রতা অনাদর করিতেছে। অপবিত্রতা ও অধর্ম্মের স্রোত চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। কি ভয়ানক অবস্থা! এই ভীষণ ব্যাপার দেখিলে প্রাণ স্তম্ভিত হয়। যখন মানবের আত্মার দিকে দৃষ্টি করি, দেখি, ধর্ম্মবিহনে আত্মা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আত্মার তেজ নাই, বল নাই, উৎসাহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে অনেক বিষয়ের উন্নতি দেখিতেছি, কিন্তু আত্মার উন্নতি নাই। এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া ভগবানের মুখের দিকে চাহিয়া বলি, "হা পরমেশ্বর! দেখ, দেখ, ধর্ম্ম বিহনে, নীতি বিহনে, প্রীতি এবং পবিত্রতা বিহনে তোমার পুত্র কন্যাদের কি ভয়ানক অবস্থাই ঘটিয়াছে! জগদীশ! তুমি ইহাদিগকে কি জন্য পৃথিবীতে পাঠাইলে, আর ইহারা কি করিল! সুধা ফেলিয়া গরল পান করিল,—সুখের নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া দগ্ধ মরুতে গৃহ নির্ম্মাণ করিল! হা প্রাণেশ্বর! তুমি যাহাদের জীবন দিলে, প্রাণ দিলে, সেই অকৃতজ্ঞ সন্তা-

নেরা অগ্রে তোমাকেই ভুলিয়া গেল!” প্রিয় বন্ধু! মানবাত্মার এই ভয়ানক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া অনেক সময় বড় ব্যথিত হই। মানবাত্মা যখন পাপে মলিন হয়, দেখি তাহার ন্যায় মলিন বস্তু আর এ সংসারে কিছুই নাই। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তি যেমন তাহার প্রকৃত খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় বৃক্ষপত্র, তৃণ প্রভৃতি বস্তু আহার করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে, ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তি সংসারের নীচ বস্তুর দ্বারা আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে চায়। বর্ত্তমান সময়ে কোটী কোটী নরনারী পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করিয়াছে। মানবের অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখি, এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষের অনলেই কোটী কোটী লোকের আত্মা দগ্ধ হইতেছে। ভিতরে হাহাকার রব উঠিয়াছে। কপটতা, স্বার্থপরতা আত্মার শোণিত হইয়াছে। এইরূপে মানুষ পশুর ন্যায় হইতেছে দেখিয়া, প্রাণ বড় অস্থির হইতেছে।

প্রিয় বন্ধু! কি উপায় অবলম্বন করিলে ভারতের এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে মানবকে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা কি বলিতে পার? আমি ত একটী উপায় ভিন্ন ইহার আর কোন উপায় দেখি না। সেটী এই, পরমেশ্বরের নাম চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন করা। এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগকে পরমেশ্বরের নাম বিতরণ ভিন্ন

আর কিছুতেই জীবিত রাখা যাইতে পারে না। নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া একবার প্রেমেতে পূর্ণ হইয়া পরমেশ্বরকে ডাকিতে হইবে; তোমার আত্মা সবল হইবে এবং যে তোমার গান শ্রবণ করিবে, তাহার মনপ্রাণও ধর্ম্মেতে পূর্ণ হইবে। অনাহারে শরীর যেমন বিনষ্ট হয়, ধর্ম্মবিহনে আত্মাও তেমনি বিনষ্ট হয়। শরীরের ক্ষুধাতৃষ্ণার ন্যায় আত্মারও ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে। যে সকল ব্যক্তি কেবল আপনাদিগের শরীরের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করে, আর আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে যত্নবান্ হয় না, তাহারা অতি মূর্খ,—তাহারা মানব নামের অযোগ্য। যদি মানুষ হইতে চাও, সমস্ত বস্তু অপেক্ষা আত্মাকে আদর করিতে শিক্ষা কর। সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা করিবে। প্রতিদিন যেমন আহার গ্রহণ করিবে, তেমনি প্রতিদিন ধর্ম্ম-অন্ন দ্বারা আত্মার পুষ্টিসাধন করিবে। তুমি যদি মানুষ হইতে চাও, তবে এই সংসারের সমস্ত পদার্থকে আত্মার তুলনায় অতি অসার ও অপদার্থ জ্ঞান করিবে। আত্মার পবিত্রতা, আত্মার মহত্ত্ব সাধন করিতে গিয়া যদি তোমাকে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইবে না। সে জন্য যদি তোমাকে আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে হয়, অথবা অনাহারে দিনপাত করিতে হয়,

তাহাও অকাতরে সহ্য করিবে। মহর্ষি ঈশা যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন, "Is not the life more than meat, and the body than raiment"? খাদ্য অপেক্ষা জীবন কি মূল্যবান্ নহে, এবং পরিচ্ছদ অপেক্ষা শরীর কি মূল্যবান্ নহে? যদি আত্মাই নষ্ট হয়,—যদি আত্মা ধর্ম্ম এবং পবিত্রতাবিহীন হয়, তবে আর মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে? যাহার আত্মা যে পরিমাণে উন্নত, তাহাকে সেই পরিমাণে মানুষ বলা যায়। আত্মার মহত্ত্ব বিশেষ-রূপে অনুভব কর; নতুবা আহার বিহার করিয়া কাল-ক্ষয় করাই যদি সর্ব্বস্ব হয়, তবে পশুতে আর মানুষে প্রভেদ কি? বৃক্ষলতাদিও জীবন ধারণ করে; পশু পক্ষীরাও আহার বিহার করে। তুমি কি সেইভাবে জীবন যাপন করিতে চাও? না, না, তুমি মানুষ, তোমার মধ্যে পরমেশ্বর অমূল্য আত্মা প্রদান করিয়া-ছেন, তাহার উন্নতি সাধনই তোমার মনুষ্যত্বের পরি-চয় প্রদান করিবে। নিজে এই আত্মার মূল্য ভাল করিয়া অনুভব করিয়া তাহার উন্নতি সাধনে প্রস্তুত হও, এবং সাধ্যানুসারে ভাই ভগ্নীগণ যাহাতে এই অমূল্য বস্তুকে আদর করিতে শিক্ষা করে, সে জন্য যত্নবান্ হও; যদি ভাল হইয়া একটি ভাইকে ভাল করিতে পার, তাহা হইলেও তোমার জীবন ধন্য হইবে। পাপের স্রোতে দেশ ডুবিতেছে, কপটতা

ও অধর্ম্মের দ্বারা লোকের আত্মা দুর্ব্বল ও মলিন হইয়া পড়িতেছে। যদি তুমি কিছু পরিমাণে ধর্ম্মের মহত্ত্ব এবং আত্মার মূল্য বুঝিয়া থাক, তবে আর নিদ্রা যাইও না। একবার পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াও, তিনি তোমাকে বল বিধান করিবেন। একটি লোককেও যদি ধর্ম্ম, পবিত্রতা এবং প্রীতির দিকে আনিতে পার, তাহা হইলে পরমেশ্বরের শুভ আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকের উপর বর্ষিত হইবে। নিত্য নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া পরমেশ্বরের নিকট হইতে আত্মার অন্নপানের জন্য প্রার্থনা করিবে, এবং যে সকল হত-ভাগ্য ও হতভাগিনী নরনারী পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া পাপভারে অশেষ যাতনা পাইতেছে এবং সংসা-রের নানা প্রকার জঘন্য আচরণের দ্বারা জীবনকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের নিকটে গিয়া কাতর অন্তরে এই সঙ্গীত করিবে ;—

"বল আর কতদিন ভবে, পাপের বোঝা মাথায় ব'বে ;
অনুতাপে দগ্ধ হবে, জীবন যাবে বিফলে !"

মনের চাষ।

ট্রেণে চড়িয়া একবার কোন স্থানে গমন করিতে-ছিলাম ; বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে বাষ্পীয় রথ

দৌড়িতেছে, আমি চারিদিক্ দর্শন করিতেছি, আর নানা গোলমেলে চিন্তা আসিয়া মনকে পূর্ণ করিতেছে—এমন সময়ে দূরে একজন কৃষকের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল।—সে সূর্য্যের উত্তাপ মস্তকে বহন করিয়া আপন মনে জমি কর্ষণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে তীরের গতিতে ট্রেণ ছুটিয়া গেল। কিন্তু কৃষকের কার্য্য আমার মনকে ক্ষণ-কালের জন্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল। কৃষকের কার্য্য দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—কর্ষণ ব্যতীত জমি কখন সুফল প্রসব করে না, আগাছায় পূর্ণ হইয়া যায়। বিনা কর্ষণে জমির যেমন দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে, মানবের মনেরও কর্ষণ হয় না বলিয়া তেমনি তাহা নানাপ্রকার অসার অপদার্থ সংসারের আগাছায় পূর্ণ হইয়া যায়।

সংসারের লোকের মনের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম,—করিয়া দেখি, অধিকাংশ স্থানই জঙ্গল ও কাঁটাগাছে পূর্ণ। জঙ্গল, সহজেই অনেক হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান। দেখিলাম, মানবের হৃদয়রূপ এমন সুন্দর জমি প্রকৃত কর্ষণ অভাবে কি শোচনীয় অবস্থাই ধারণ করিয়াছে! এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মৃত মহাত্মা ভক্ত রামপ্রসাদের সহিত মিলিত হইয়া এই গানটি করিলাম—

"মন, তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিরইল পড়ে, আবাদ্ কর্‌লে ফলত সোণা!"

এই সংগীতটি কহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভক্ত রাম-প্রসাদ ঠিক্ বলিয়াছেন। কোটি কোটি লোক এই অমূল্য জীবন পাইয়া তাহার কি জঘন্য ব্যবহারই করিতেছে! যে স্থান কত সুন্দর ফলফুল প্রসব করিত, আজ দেখি কি না তাহা শার্দ্দুল ও ভল্লূকের আবাস স্থান হইয়াছে!

বন্ধু! তুমিও অনেক সময় কৃষককে জমিতে চাষ করিতে দেখিয়াছ, কিন্তু তাহার সহিত মনের চাষের বিষয় কি কখন চিন্তা করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে এস আজ মনের চাষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা কই। মনের চাষ কা'কে বলে এবং তাহা কিরূপে করিতে হয়, তাহা কি জান? মনের উৎকর্ষ সাধনকেই মনের চাষ বলে, এবং প্রকৃত জ্ঞান এবং ধর্ম্মের যন্ত্রের দ্বারা তাহা কর্ষণ করিতে হয়। প্রকৃত জ্ঞান এবং ধর্ম্ম বিহনে হৃদয়ক্ষেত্র অপবিত্রতা, পাপ প্রভৃতি কণ্টকবৃক্ষ সকলে পূর্ণ হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞান না থাকিলে কুসংস্কারে প্রাণ মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে কত শত নরনারীর হৃদয় এই জ্ঞান, এই ধর্ম্ম বিহনে যে কি প্রকার কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য সমান হইয়া রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে! মানবের হৃদয়-ক্ষেত্রে কত প্রকার প্রীতি, পবিত্রতা, ভক্তি ও ধর্ম্মের কুসুম সকল বিকশিত হইয়া তাহার অপূর্ব্ব শোভা এবং

সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে, তাহা না হইয়া কি না সে স্থান আগাছায় পূর্ণ হইল !

প্রকৃত জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিকের হৃদয়-ক্ষেত্র এক অতি অপূর্ব্ব স্থান। তথায় গিয়া দেখ, তাঁহার সুপরিস্কৃত হৃদয়-উদ্যানের কোন স্থানে পবিত্রতার গোলাপ, কোন স্থানে প্রীতির নানা বর্ণের নানা জাতীয় সুগন্ধ কুসুম-রাজি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। আহা ! সে স্থানে গমন করিলে হৃদয় জুড়ায়,—সে সুন্দর ক্ষেত্রের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। ইচ্ছা হয় এইরূপ লোকদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া জীবন জুড়াই।

অনেকে মনে করেন, কেবল জ্ঞান দ্বারাই হৃদয় ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত ভুল। কেবল জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন হয় না। আমরা অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে দর্শন করিয়াছি,কিন্তু ধর্ম্মের অভাবে তাঁহাদিগের হৃদয় কালভুজঙ্গ-পরিবেষ্টিত একটি অরণ্যময় স্থান। জ্ঞানী অথচ ভীরু, অপবিত্র, সুরাপায়ী ও হৃদয়-বিহীন এইরূপ কত লোক প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই। ধর্ম্মের অভাবে তাহাদিগের হৃদয়ের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধন হয় নাই। ধর্ম্মশূন্য জ্ঞানের মূল্য নাই—মানবহৃদয়ে ধর্ম্মবিহীন জ্ঞান কোন কার্য্যেরই নহে। ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া বরং সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, এই ত দেখিতে পাই। সে সরলতা

বিহীন হয়, কুটিল যুক্তি ও নানা প্রকার চতুরতা দ্বারা সমাজের ঘোরতর অকল্যাণজনক বিষয়ও সমর্থন করিয়া থাকে, তাহার জ্ঞান নিজের ও সমাজের বিষম অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। ধর্ম্ম জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া যখন মানব-হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখনই প্রকৃত সুফল উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মের প্রভাব ভিন্ন হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে অপবিত্রতা, অপ্রেম, স্বার্থপরতার কণ্টকবৃক্ষ সকল কিছুতেই উৎপাটিত করিবার যো নাই। অপরদিকে জ্ঞানবিহনেও তেমনি দেখিতে পাই, কুসংস্কারের আগাছা হইতে কিছুতেই হৃদয়-ক্ষেত্রকে রক্ষা করা যায় না। অনেক লোককে এমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা, পরমেশ্বরের প্রতি অটল ভক্তি আছে, অথচ এমন সকল কুসংস্কারে তাঁহাদিগের হৃদয় পূর্ণ যে, দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ধর্ম্ম এবং জ্ঞান এই দুইই হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

প্রিয় বন্ধু! বর্ত্তমান সময়ে এই ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের অভাবে কত শত শত লোকের হৃদয়-ক্ষেত্র যে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই ভারতবর্ষে আবার একাঙ্গ-উন্নতি সাধন দ্বারা যে কত অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে কত শত লোক কেবল জ্ঞানেরই উৎকর্ষ সাধন করিতেছে, ধর্ম্মের দিকে তাহাদিগের দৃষ্টি নাই। কেবল এই জ্ঞানেরই উৎকর্ষ

সাধন দ্বারা তাহারা মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িতেছে। অপবিত্রতা, অপ্রেম, অন্যায়, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগের হৃদয় পূর্ণ। ধর্ম্মবিহীন জ্ঞান আমাদিগের দেশের শত শত যুবাপুরুষের হৃদয়ভূমিকে শুষ্ক ও কঠোর করিয়া দিতেছে। এ কথা অধিক বলা এ স্থলে বাহুল্য মাত্র। অজ্ঞানাশ্রিত ধর্ম্মও আমাদিগের দেশের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। ধর্ম্মের নামেও আমাদিগের দেশে কত লোক সুরাপান করিতেছে, নৃশংসের ন্যায় কত নির্দ্দোষী পশু হত্যা করিতেছে এবং তাহাদিগের শোণিতে আবার শরীরকে অনুরঞ্জিত করিয়া দৈত্যের ন্যায় নৃত্য করিতেছে! আপনাদিগের উপাস্য দেবতার সম্মুখে জঘন্য ভাবে নৃত্য, সংগীত ও কত জঘন্য আচরণ করিতেছে! তাহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এ সকলই করিয়া থাকে। অসভ্য বর্ব্বরদিগের মধ্যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষ পর্য্যন্ত বলি দিয়া থাকে। আমাদিগের দেশেও সুরাপান ও নরবলি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এ সকল প্রকৃত শিক্ষার অভাব। অতএব জ্ঞান এবং ধর্ম্ম কোনটিই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। প্রকৃত জ্ঞান বিহনে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য থাকে না, এবং প্রকৃত ধর্ম্ম না থাকিলে সে জ্ঞানেরও কোন সৌন্দর্য্য থাকে না। এই দুয়ের সাহায্যে মানব যখন তাহার হৃদয়-ভূমি কর্ষণ করে, তখনই ঈশ্বরকৃপারূপ বারি বর্ষণে তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রকৃত সুফল ফলিয়া থাকে।

উজান স্রোতে জীবন-তরি।

এক দিবস কোন নদী-তীরে গমন করি। দেখিলাম, দ্রুতগামী স্রোতস্বতীর বক্ষ দিয়া কয়েকখানি তরি পাল তুলিয়া অতি দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। তরিগুলি নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে দৌড়িতেছে। দ্রুতগামী স্রোতকে ঠেলিয়া তরিগুলি আপনার গম্য স্থানে চলিয়াছে। শুভ্র স্রোতস্বতীর বক্ষ দিয়া যখন পাল-ভরে তরি সকল বায়ুবেগে তীরের ন্যায় ছুটিতে থাকে, তখন যে কি শোভা হয়, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই জানেন। সন্ধ্যার সময় নদী-তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে এ সৌন্দর্য্য দেখিলে কাহার মনপ্রাণ না এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে? ভাই ভগ্নীগণ! তোমরা কি নির্জ্জন কোলাহল-শূন্য নদীতটে সন্ধ্যা-সমীর সেবন করিতে করিতে কখন এ শোভা দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তাহা হইলে অদ্যকার বিষয় তোমরা ভাল করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইবে।

তরিগুলিকে পাল তুলিয়া স্রোতের প্রতিকূলে ছুটিতে দেখিয়া নানা ভাবে প্রাণটা পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার একটা স্বভাব এই যে, সকল বিষয়ের সহিত আমি মানব-জীবনের তুলনা করিয়া থাকি। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় এই বোধ হয় যে, আমরা সমস্ত পদার্থ হইতেই অমূল্য উপদেশ

সংগ্রহ করিয়া হৃদয়ভাণ্ডার পূর্ণ করিব। আমি সেই জন্য আমার সাধ্যানুসারে সকল বস্তু হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি এবং তাহার দুই একটী তোমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকি। আজ দেখি, কি উপহার তোমাদিগকে দিতে পারি।

তরিগুলি পাল তুলিয়া দৌড়িতেছে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হায় মানব! তোমার জীবন-তরি কি এই ভাবে সংসারের প্রতিকূল স্রোতে ছুটিয়া যায়? ভাবিয়া দেখিলাম, কোটী কোটী নর নারীর মধ্যে দুই একটীর জীবন-তরি সংসার-স্রোতকে ঠেলিয়া তাহার বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে। আর কোটী কোটী লোকের জীবন-তরি এই সংসারের অনুকূল স্রোতে ভাসিয়া নরকের দিকে ধাবিত হইতেছে।

এই সংসারে দুই প্রকার স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। একটি ধর্ম্মের,—আর একটি অধর্ম্মের। আপাততঃ দেখিতে অধর্ম্মের স্রোতের বল অধিক; এই ভয়ানক স্রোত প্রবলবেগে নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া কোটী কোটী লোকের জীবনকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। বালক, যুবা, বৃদ্ধ এই স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। এই অধর্ম্মের স্রোতে যে এত লোক ভাসিয়া যায়, তাহার কারণ কি?—এত লোক যে এই স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, কি জন্য? তাহার কারণ এই, পরমেশ্বরের উপর তাহাদিগের বিশ্বাস নাই, অথবা

বিশ্বাস অতি অল্প। অনেক লোক দেখা যায়, নিজেদের গায়ের জোরে এই সংসারের প্রতিকূলে গমন করিতে ইচ্ছা করে। এ সকল লোক অতি নির্ব্বোধ। তাহারা দুর্জ্জয় ইচ্ছার বলে কতক পরিমাণে সংসার-তরঙ্গের বিপরীত দিকে জীবন চালাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি ?—সংসার-প্রতিকূল স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করার অর্থ এই যে, সংসারের মায়া, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি নীচ বাসনা সকলকে দলন করিয়া জীবনকে পরমেশ্বরের দিকে পরিচালিত করা। দুই পাঁচজন লোক এমন দেখা যায়, যাহারা অপনাদিগের ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে এই সকল রিপুদিগকে দমন করিতে পারে; কিন্তু যদি তাহাদিগের পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তবে সে রিপুদমনের কোন অর্থই নাই। আমার কোন এক বন্ধু বলিয়াছিলেন,—"পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস নাই, অথচ মনের বলে পাপ দমন করিয়াছে,—সে কেমন, যেমন এক ব্যক্তি খাদ্যের পাত্র-খানি পরিষ্কার করিয়া বসিয়া আছে, অথচ খাদ্য নাই!" আমারও এইরূপ বোধ হয়। গৃহটি সুন্দররূপে সাজান হইল, অথচ তাহাতে কেহ বাস করিবে না! সংসার-স্রোতে উজান ঠেলিয়া যাওয়ার প্রকৃত অর্থ এই, সংসার-আসক্তিসকল দমন করিয়া জীবনকে ধ্রুবতারাস্বরূপ পরমেশ্বরের দিকে পরিচালিত করা;—আসক্তি এবং পাপমোহের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ার নামই সংসারের অনুকূল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া।

কিরূপে এই সংসারের প্রতিকূলে জীবন-তরি পরিচালিত করিতে পারা যায়?—আমি বলি,পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিলে।—পরমেশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস না থাকিলে সংসারের বিপরীত স্রোতে কখনই গমন করা যায় না। সংসারের প্রতিকূল স্রোতে গমন করিতে হইলে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে, বলের প্রয়োজন। সেই বল কেবল একমাত্র পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাসই প্রদান করিতে পারে। প্রিয় বন্ধু, যদি এই বিশ্বাস লাভ করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি তোমার জীবন-তরিকে এই ভয়ানক সংসার-স্রোতের বিরুদ্ধে লইয়া যাইতে পারিবে। সংসারের স্রোত নিরন্তর নরকের দিকে ছুটিয়াছে। যাহারা এই অনুকূল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহারা নরকাবর্ত্তের দিকে গমন করিতেছে! হায়! কত শত নর নারীর জীবন যে এই স্রোতে ভাসিয়া নরকের দিকে যাইতেছে, তাহা দর্শন করিলে দুঃখে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। যখন নির্জ্জনে বসিয়া এই সকল লোকের জীবনের বিষয় চিন্তা করি, তখন বলি, "হা পরমেশ্বর! দেখ, দেখ, মানবের এমন সুন্দর জীবন-তরি কোথায় স্বর্গের দিকে গমন করিবে, তা না হইয়া নরকের দিকে প্রবল টানে ছুটিতেছে!—ফিরাও,ফিরাও, এই সকল ভ্রান্ত দুর্ব্বল নর নারীর জীবন-তরিকে তোমার দিকে ফিরাও।" পরমেশ্বরের দীন হীন ভক্ত সন্তানেরা এই ভয়ানক প্রলো-

ভন-পূর্ণ সংসারের স্রোত দর্শন করিয়া কাতরান্তরে সেই দুর্ব্বলের বল পরমেশ্বরের নিকট এই কথা বলিয়া থাকেন,—

"প্রবল সংসার-স্রোত, আমরা দুর্ব্বল অতি!
কেমনে করিব নাথ, প্রতিকূল মুখে গতি?
যে দিকে বহিছে স্রোত, সেই দিকে যেতেছি ভেসে,
সম্মুখে নরকাবর্ত্ত, কি হবে কি হবে গতি!
দুর্ব্বলের বল তুমি, দাও নাথ মনে বল,
সংসার-জলধি-মাঝে নিস্তার, জগতপতি!"

এই সংসার-স্রোতের প্রতিকূলে গমন করিবার জন্য ভক্ত সাধকেরা নিরন্তর সেই অনন্তবলশালী পরমেশ্বরের নিকট হইতে বল ভিক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা কাতর অন্তরে এইরূপে পরমেশ্বরের নিকট হইতে বল প্রার্থনা করেন, সেই দীনবন্ধু পরমেশ্বর তাঁহাদিগের প্রাণে বল প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রিয় বন্ধু! জীবনটা কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহা কি একবার দেখিতেছ! অনুকূলে কি প্রতিকূলে?—যদি সংসারের অনুকূল হয়, তবে আর নিশ্চিন্ত থাকিও না; একবার উঠ এবং সেই দীন-কাণ্ডারীকে ডাকিয়া জীবন-তরির গতিটা ফিরাও। ছি! ছি! মানুষ হইয়া জীবনকে নরকের দিকে কিরূপে লইয়া যাও? নিদ্রিত, এবং অতি দুর্ব্বল তুমি, তাই এই সংসার-স্রোত তোমাকে

টানিয়া নরকের দিকে লইয়া যাইতেছে। তোমার যদি বল থাকিত, তাহা হইলে সংসারের সাধ্য কি তোমাকে নরকের দিকে লইয়া যাইতে পারে? তোমার প্রাণে যদি আজ বিশ্বাস এবং ধর্ম্ম থাকিত, তাহা হইলে সংসারের সাধ্য কি যে, সে তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করে? ধার্ম্মিকেরা এই জঘন্য নীচ সংসারকে পশ্চাতে ঠেলিয়া আনন্দ মনে স্বর্গের দিকে গমন করিয়া থাকেন। তালবৃক্ষসম সংসারের প্রতিকূল তরঙ্গ সকলকে তাঁহারা বলেন,—"স্থির হও", আর অমনি সেই তরঙ্গ স্থির হইয়া যায়! সংসারের সকল বস্তুই যেন তাঁহাদিগের নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকে। তাঁহারা নিরন্তর বিভুগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে সংসারের সকল প্রকার প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে আপনার জীবন-তরি চালাইতেছেন। আহা! সে দৃশ্য দেখিলে আনন্দে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠে। মানুষ যখন নীচ বাসনা সকল দমন করিয়া, পৃথিবীর সকল প্রকার বিঘ্ন বাধা বিনাশ করিয়া পবিত্র নির্ম্মল জীবন-তরিটী পরমেশ্বরের দিকে পরিচালিত করে, তখনকার শোভা ও সৌন্দর্য্য এক অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার। সে জীবনের কথা চিন্তা করিলে— সে পবিত্র নির্ম্মল জীবন-তরিকে সংসার-প্রতিকূল স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিলে আনন্দে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠে। সাধুদিগের জীবন-তরি যখন স্বর্গের দিকে গমন করে,

তখন সংসারের পাপী তাপীরা তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকে। কি সুন্দর, কি মনোহর সে জীবন-তরি! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। কোন বাধা মানে না—কোন বিঘ্ন মানে না, কোন প্রকার প্রতিকূল বায়ুও সে তরির গতি রোধ করিতে পারে না। স্বয়ং পরমেশ্বর সে তরির কাণ্ডারী—তাহাকে মারে কে; তাহাকে ডুবায় কে? প্রবল বেগে সংসারের প্রতিকূল স্রোতের দিকে নিরন্তর সে তরি ছুটিতেছে।

প্রিয় বন্ধু! একবার এইভাবে তোমার জীবন-তরিটা চালাও দেখি। আমিও এইভাবে জীবনটা চালাইতে ইচ্ছা করি—সে জন্য প্রার্থনা করি, এবং যখন দেখি সংসারের অনুকূল স্রোতে জীবন ভাসিয়া যাইতেছে, তখন ব্যাকুল অন্তরে সেই দীনকাণ্ডারীর নিকট প্রার্থনা করি। যখন দেখি জীবন-তরণী অনুকূল স্রোতেই ভাসিতেছে, তখন শতবার এ জীবনকে ধিক্কার দিই! তুমিও তোমার জীবন-তরিকে সংসার-প্রতিকূল স্রোতের দিকে লইয়া যাইবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। সংসারের প্রতিকূল স্রোতে জীবনকে পরিচালিত করাই প্রকৃত বীরের কার্য্য,—সেই প্রকৃত মানুষ, যে এই পাপ প্রলোভনের বিরুদ্ধে আপনাকে সর্ব্বদা চালাইতে পারে। তাই বলি, অলসের ন্যায় নিদ্রা যাইও না,—সংসার-টানে আর নরকের দিকে যাইও না। সত্যদাসের

প্রাণে নিরন্তর এই চিন্তা যে, কিসে সকলের জীবন স্বর্গের দিকে গমন করিবে। এখন এস, উভয়ে মিলিয়া এই সংগীতটী করি,—

"সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে,
ওরে ও ভাই, ও ভাই প্রেম-রসিক নেয়ে।
চল কিনারা ঘেঁসে, হাল্ ধররে ক'সে,
দেখ যেন উল্‌টো দিকে যায়নাকো ভেসে ;
চালাও দিবানিশি জীবন-তরী, থেক না অলস হ'য়ে।
তুলে প্রেমের বাদাম, বদনে বল হরি নাম,
আনন্দে ক্ষেপণী ফেলে চল অবিশ্রাম ;
যখন ভক্তি-জোয়ার আস্‌বে বেগে,
তখন সহজে যাবে ল'য়ে।"

বাগান।

একদিন কোন একটী অতি সুন্দর বাগানে বেড়াইতে যাই। উদ্যানটি অতি বৃহৎ, নানা জাতীয় বৃক্ষেতে পরিপূর্ণ। কোন স্থানে কুঞ্জের ন্যায় বড় বড় বৃক্ষগুলি মাথায় মাথায় সংযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোন স্থানে বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত তরুসকল যেন যোগিবরের ন্যায় স্থির হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। কোন স্থানে ছোট ছোট ফুলের গাছগুলি বিকশিত মনোহর কুসুমসকল হস্তে

করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মনে সেই দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে অর্পণ করিতেছে। কোন স্থানে বিকশিত, বা অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কমলকুল সরোবর-বক্ষে থাকিয়া ভাবুক এবং প্রেমিকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। এ সকল স্বর্গের শোভা দেখিতে দেখিতে ভাবরসে প্রাণমন পূর্ণ হইতে লাগিল। অন্তর মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা একটি পদ্ম-সরোবরের তটে বসিলাম ; আমার ধার্ম্মিক বন্ধুরা কমলনিকরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেকে অনেক ভাবের কথা বলিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন,—"পরমেশ্বরের উপাসকদিগের সহিত এই সকল কমলের উপমা দেওয়া যাইতে পারে।" এ কথাটি বড় সত্য। আমরা কিয়ৎক্ষণ সেখানে বসিয়া এই সকল অপূর্ব্ব সুন্দর পদার্থগুলির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—প্রিয় কমল! ভৃঙ্গ যেমন মনের আনন্দে তোমার মধ্যে বসিয়া আনন্দে মধু পান করে, ভক্ত সাধকগণও তেমনি পরমেশ্বরের চরণ-কমলে বসিয়া সেইরূপ আনন্দ মনে নিরন্তর সুধাপান করিয়া থাকেন। পদ্ম, প্রেমিক ভক্তের বড় প্রিয় জিনিস। ভক্তেরা ইহাঁর মধ্য হইতে যে কত ভাব সংগ্রহ করেন তাহা বলা যায় না। সংসারের কবিরা ইহা হইতে নানা ভাবে মানব-হৃদয়ের কত ভাবের সহিত উপমা প্রদান করিয়াছেন। কমল দর্শনে কত কবির জন্ম হইয়াছে,—কত শুষ্ক

কঠোর হৃদয় হইতে কবিত্বের ফোয়ারা উঠিয়াছে; তাই কবিরা এবং পরমেশ্বরের ভক্ত সন্তানেরা কমলকে এত ভাল বাসিয়া থাকেন। তাঁহারা এই পৃথিবীর কমল দর্শন করিয়া ভাবে উন্মত্ত হইয়া সেই নিরাকার পরমেশ্বরের চরণ-কমল কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকেন,—

"হরিপদকমল পীযূষ রসে,
মজ রে পিপাসু মন মধুকর।"

দুর্ভাগ্য আমি, হায়! আমার ভাগ্যে সে দিন কবে হবে, যে দিন আমি ভক্তদিগের ন্যায় সেই পরম সুন্দর পরমেশ্বরের চরণ-কমলে নিশিদিন মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিব! সেই সুন্দর চরণে যাঁহারা নিরন্তর নিমগ্ন হইয়া থাকেন, তাঁহারা কত সুখী, তাঁহাদিগের প্রাণে কত আনন্দ। পৃথিবীর দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা তাঁহাদিগের প্রাণকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। ভৃঙ্গ যথন মত্ত হইয়া মধু পান করে, তখন যেমন তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও সে আর সে পুষ্প হইতে উঠিতে পারে না, তেমনি ভক্ত যখন একবার পরমেশ্বরকে ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন, এবং তাঁহার মনোহর রূপে মুগ্ধ হন, তখন এই পৃথিবীর সহস্র প্রতিবন্ধক তাঁহাকে আর পরমেশ্বর হইতে দূরে আনিতে পারে না।

তার পর অন্য স্থানে বেড়াইতে গেলাম। আমার কোন কোন বন্ধু নির্জ্জন ধ্যান করিবার জন্য পল্লবাবৃত বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি চারিদিকের সৌন্দর্য্য

দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। ফুলভরা গাছগুলির প্রতি চাই, আর ইচ্ছা হয়, একবার প্রীতিভরে আলিঙ্গন করি। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, প্রাণেশ্বর! নির্জ্জন কাননের মধ্যে তুমি তোমার সন্তানদিগকে ভাল করিয়া দেখা দাও। চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলাম, এই সকল দেখিয়াই ভক্তেরা ক্ষিপ্ত হইয়া জগতে প্রকৃতির কোলেই মানুষ হন, এবং এই ভাণ্ডার হইতে বহু-মূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া জগৎকে উপহার দিয়া থাকেন। যোগী এবং বৈরাগিগণ এই তরুতলেই আপনাদিগের বাস-স্থান নির্ম্মাণ করিতেন। বেড়াইতে বেড়াইতে নির্জ্জন স্থানে কুসুমগুলির প্রতি চাহিয়া মনে মনে এই গানটি করিতে লাগিলাম ঃ—

"কেন রে বনের ফুল এ হাসি অধরে তোর,
হেরি ও মধুর হাসি পরাণ উথলে মোর!
সযতনে ধীরে ধীরে, বায়ু-সনে দুলে দুলে,
কাহারে ডাকিছ সদা, কা'র প্রেমে হয়ে ভোর?
বসিয়া বিজন বনে, গোপনে কাহার সনে,
নীরবে মনের কথা কহ ওলো সুহাসিনি ;
বারে বারে সাধি তোরে, বারেক কহলো মোরে,
কি ভাবে কোথায় আছে আমার সে মনচোর।"

বন্ধু! আজ আর অধিক কিছু বলিব না। যদি প্রাণকে শীতল করিতে চাও, এই সংসার-কোলাহলের

হস্ত হইতে যদি ক্ষণকালের জন্য মুক্তি লাভ করিতে চাও, তবে আমি তোমায় এই অনুরোধ করি, সময়ে সময়ে কোন নির্জ্জন কাননের মধ্যে গমন করিও। বিজন কাননের মধ্যে পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে গোপনে অনেক কথা বলেন। সংসার-কোলাহলের মধ্যে তোমার কর্ণ সর্ব্বদা বধির হইয়া থাকে ; সেই জন্য সময়ে সময়ে একবার বিজন বিপিনের মধ্য গমন করিয়া পরমেশ্বরের মধুর বাণী শ্রবণ করিও, এবং তুমিও প্রাণ খুলিয়া মনের দুঃখ ও বেদনা তাঁহাকে বলিও। সময়ে সময়ে নির্জ্জনে প্রকৃতির কোলে বসিয়া সেই পরম সুন্দর পরমেশ্বরের বিষয় চিন্তা যে কি সুখকর, তাহা যিনি একবার করিয়াছেন, তিনিই জানেন। যদি জীবনের উন্নতি চাও, প্রাণকে শীতল করিতে চাও, এবং পরমেশ্বরের সহিত আত্মার যোগ স্থাপন করিতে চাও, তবে নির্জ্জনে প্রকৃতির সহিত বাস কর।

কয়লার খনি।

আমি একবার গিরিধি গমন করি। গিরিধি একটি অতি মনোহর স্থান। সুবিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে পল্লবিত সুন্দর বৃক্ষ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলি ভাবুক দর্শকের প্রাণ যেন কাড়িয়া লয়। গিরিধি হইতে প্রায় ৮।৯ ক্রোশ দূরে পরেশনাথ পাহাড়। পাহাড়টি এখান হইতে একখানি

প্রকাণ্ড মেঘের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। পর্ব্বত, সুন্দর ময়দান, এবং বৃক্ষ সকল দ্বারা স্থানটী সুন্দররূপে সজ্জিত। এইজন্য গিরিধি যেন একখানি ছবির ন্যায় বোধ হয়।

এখানে একটি কয়লার খনি আছে। আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া একদিন ঐ কয়লার খনি দেখিতে যাই। আমাদিগকে সেই ঘোর অন্ধকারপূর্ণ কয়লার খনি দেখাইবার জন্য একটি লোক একটা মশাল লইয়া আমাদিগের সহিত গমন করিল। খনির মধ্যে প্রথমে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া দেখি, ভয়ানক অন্ধকার! লোকটি অগ্রে মশাল লইয়া যাইতে লাগিল, আর আমরা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু এত অন্ধকার যে, সেই প্রকাণ্ড মশালের জ্যোতিঃ অতি অল্প স্থানই আলোকিত করিতে লাগিল। আমরা অতি কষ্টে এবং ভয়ে ভয়ে সেই ঘোর অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ রাস্তার মধ্য দিয়া কেবল আলোটী লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম। অনেক সময় আমরা পরস্পরকে দেখিতে পাই নাই। অনেক সময় যেন আমাদিগের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। আমরা সেই আলোকধারী পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে চারিদিক্ বেড়াইতে লাগিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, দূরে নক্ষত্রের ন্যায় মিটি মিটি করিয়া দুই চারিটি আলো জ্বলিতেছে। আমরা সেই স্থানে গমন করিলাম; গিয়া দেখি, কতকগুলি লোক (তাহাদের গায়ের রং ঠিক্ কয়লার ন্যায়) কয়লা

খনন করিতেছে। হতভাগ্যদিগের অবস্থা দেখিলে মনে হয়, দুইটি অন্নের জন্ত মানুষ কি না করিতে পারে? তাহাদিগের কষ্ট, ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম দেখিয়া বিস্ময়ে প্রাণ পূর্ণ হইতে লাগিল। কেবল যে পরিশ্রম তাহা নহে; কাটিতে কাটিতে যদি কয়লার চাপ খসিয়া পড়ে, তাহা হইতে গরিবেরা যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নও থাকে না। শুনিলাম, এইরূপ বিপদ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ইঞ্জিনিয়ার বাবুরা,কোথায় কতটা কাটিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়া যান। তার পর সমস্ত বিপদ ঐ দুর্ভাগ্যদিগের উপরে। ইহারা সূর্য্যোদয়ের সময় কয়লার খনিতে প্রবেশ করে, আর সূর্য্যাস্তের সময় তথা হইতে বহির্গত হয়। ইহারা অনেকেই প্রায় দিন রাত্রি অন্ধকারেই বাস করে।

কিন্তু একটি বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। এই সকল লোকেরা সূর্য্যের আলো চক্ষে সহ্য করিতে পারে না। ইহারা বাহির হইতে চায় না, এবং অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারপূর্ণ রজনীর অপেক্ষা সেই অন্ধকারপূর্ণ কয়লার খনিতে থাকিতে ভালবাসে। এই জন্য অনেক লোক সূর্য্য অস্ত গেলে তথা হইতে বহির্গত হয়। অন্ধকারে বাস করিয়া মানুষগুলো যেন অন্ধকারের জীব হইয়া পড়িতেছে!

এ সংসারের মধ্যেও পাপ এবং মোহের খনি আছে। এ খনি আরও অন্ধকার এবং ভয়ানক! এই অন্ধকারময়

ভয়ানক বিপদসঙ্কুল খনিতে যাহারা বাস করে, তাহারাও প্রেম-রবি পরমেশ্বরের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সহ্য করিতে পারে না। কয়লার খনিতে বাস করিয়া যেমন লোকগুলা সূর্য্যের দিকে তাকাইতে পারে না, তাহাদিগের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, পাপের খনিতে বাস করিলেও তেমনি পরমেশ্বরের দিকে তাকাইতে যেন আত্মার চক্ষু ঝলসিয়া যায়। যে মানুষ প্রথমতঃ কিছুক্ষণ একটি আবদ্ধ অন্ধকারময় স্থানে থাকিতে অস্থির হইয়া উঠে, পরে দেখি,—না, সেই মানুষ অভ্যাস-বশতঃ সেই স্থানকেই আপনার আবাস-স্থান করিয়া লয়! অভ্যাস দ্বারা কি না হয়? অভ্যাস দ্বারা আলোর মানুষ অন্ধকারের জীব হইয়া যায়। লোহার কাছে থাকিয়া সোণাও লোহা হইয়া যায়। সুন্দর মানুষ কয়লার খনিতে থাকিয়া কয়লার ন্যায় রং ধারণ করে, সুন্দর আত্মা পাপের খনিতে থাকিয়া মলিন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

অভ্যাসের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! এই অভ্যাসের দ্বারা একজন স্বর্গের দেবতা হয়, আর একজন নরকের কীট হয়। এই পৃথিবীর মধ্যে মানুষ যাহা কিছু অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহা এই অভ্যাসের ফল। একজন ভয়ানক বিষয়-কোলাহলের মধ্যেও স্থির হইয়া, অধিকাংশ সময় মুদিতনয়নে পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন; আর একজন নির্জ্জন প্রান্তর অথবা সুন্দর কাননের মধ্যেও স্থির হইয়া দুই মিনিট বসিতে পারে না। একজন দিন রাত্রি

সাধুসঙ্গে বাস করিয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে সময় অতিবাহিত করিতেছেন,—তাঁহার পক্ষে এক মুহূর্ত্তকাল অসৎ-সঙ্গে বাস করা যেন যমযন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয়; আর একজনের পক্ষেও তেমনি এক মুহূর্ত্তকাল ভাল লোকের সঙ্গে বাস করা কষ্টদায়ক। এ সকলই অভ্যাসের ফল। ভাল অভ্যাস কর, আর মন্দ অভ্যাস কর, অভ্যাস লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় তোমার গলদেশ জড়িত করিয়া, তোমাকে হয় স্বর্গের দিকে, না হয়, নরকের দিকে পরিচালিত করিবে।

বন্ধু! আমি আজ তোমায় পাপ-অত্যাচারের বিষয় কিছু বলিব। এই ভয়ানক পাপ প্রলোভনের সৌন্দর্য্যে মানবের চিত্ত আকর্ষণ করে, এবং অবশেষে মানুষের রুচিকর হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ পাপ করিতে মানুষের কষ্ট হয়, তার পর সে বিষ অমৃত বলিয়া পান করিতে আরম্ভ করে। মহাত্মা জেরিমি টেলর্ এই সম্বন্ধে বলেন, "First it startles him, then it becomes pleasing, then it is easy, then delightful, then habitual". ভাব এই,—প্রথমতঃ মানব পাপ অনুষ্ঠান করিতে চমকিত হয়, তার পর পাপ আনন্দকর বোধ হয়, তার পর সহজ হয়, তার পর সুন্দর বোধ হয়, পরে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায়, ইত্যাদি। উক্ত মহাত্মা পাপ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, অবশেষে পাপী নরকে ডুবিয়া মরে। মহাত্মা টেলরের কথা-

গুলি অত্যন্ত সত্য। প্রথমতঃ পাপ করিতে সত্যই প্রাণ চমকিয়া উঠে, তার পর সেই ব্যক্তি মত্ত হইয়া সেই পাপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। কত শত লোক এইরূপে পাপের মধ্যে যন্ত্রণা পাইতেছে, অথচ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। যাহাকে প্রথমে সামান্য অগ্নিকণা মনে করিয়াছিল, এখন তাহা জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় তাহার শরীর মন দগ্ধ করিতে থাকে। যখন পাপ-দহনে অশেষ প্রকারে জ্বলিয়া মরে, তখনই পাপী অত্যাচারের ফল বিশেষরূপে বুঝিতে পারে।

প্রিয় বন্ধু! তুমি কোথায় বাস কর? যদি পাপ-খনিতে তোমার বাসস্থান হয়, তাহা হইলে এখনি ত্বরায় বহির্গত হও। হয়ত তোমার সেই অন্ধকারময় স্থানে বাস করিয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, এখন পবিত্রতার জ্যোতিঃতে থাকিতে কষ্ট হয়। কিন্তু তবুও জোর করিয়া একবার বাহির হইয়া পড়। নতুবা সেই অস্বাস্থ্যকর স্থানে তোমার প্রাণ মন ধ্বংস হইবে। কয়লার খনিতে যাহারা বাস করে, তাহাদের যেমন প্রতিক্ষণে বিপদের আশঙ্কা, কখন যে প্রকাণ্ড কয়লার চাপ পড়িয়া তাহাদিগের মস্তক চূর্ণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই;—তেমনি তোমার মস্তকের উপর কখন যে পাপ এবং সংসার-শিলা পড়িয়া তোমার প্রাণ বিনাশ করিবে, তাহারও স্থিরতা নাই :—

"অতি সঙ্কটসঙ্কুল সংসার রে,
সুবিশাল শিলা ঝুলিছে উপরে!"

সাবধান! ত্বরায় খনি হইতে বাহির হও, নতুবা কোন্ দিন যে মরিবে, তাহার স্থিরতা নাই। পাপের পূতিগন্ধপূর্ণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যের বিশুদ্ধ হিল্লোলে বিশ্রাম কর।

মায়াজাল।

আমি এক স্থানে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে, একটী মাকড়সার জালে একটী মাছি পড়িয়াছে। মাছিটী পলাইবার যতই চেষ্টা করিতেছে, দুষ্ট মাকড়সা তাহাকে ততই জালে জড়িত করিতেছে। অবশেষে নির্ব্বোধ মাছির আর পলাইবার পথ রহিল না, মাকড়সা তাহাকে আপনার জালে জড়িত করিয়া ফেলিল।

এ সংসারে আমরাও ঠিক্ ঐরূপ পাপের মায়াজালে পড়িয়া জীবন হারাই। পাপ প্রতিনিয়ত এইরূপে মায়াজাল বিস্তার করিয়া সহস্র সহস্র লোককে জড়িত করিতেছে। আমরা নির্ব্বোধের ন্যায় তাহাতে পড়িয়া জীবন হারাইতেছি।

এই বিস্তীর্ণ মায়াজালে পড়িয়া কেন জীবন হারাই, অনেক সময়ে তাহা চিন্তা করি। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের

রাজ্যে যে কেন এ জাল সৃজিত হইল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এ মানুষমারা ফাঁদ পরমেশ্বর কেন করিলেন? ব্যাধ যেমন জাল পাতিয়া পক্ষী ধরে এবং অবশেষে তাহাকে বিনাশ করে, পরমেশ্বর আমাদিগকে বধ করিবার জন্য কি তেমনি এই বিস্তীর্ণ জাল পাতিয়াছেন? তাই বা কিরূপে বলি?—যিনি দয়াময়,—মানুষকে সুখে রাখা যাঁহার কার্য্য, তিনি কি এইরূপে তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য এ ফাঁদ সৃজন করিতে পারেন? ভাবিয়া দেখিলাম, ভগবানের কিছুই দোষ নাই। যত দোষ নির্ব্বোধ মানুষের,—মূর্খ, পাপী, হতভাগ্য মানুষের—এ মৃত্যুর জাল মানুষই সৃজন করিয়াছে।

মাকড়সা নিজের লালে জাল প্রস্তুত করিয়া যেমন অবশেষে সেই নিজের রচিত জালের মধ্যে পড়িয়া জীবন হারায়, নির্ব্বোধ মানুষ সেইরূপ নিজে জানিয়া শুনিয়াও এই মায়াজালে পড়িয়া জীবন হারায়। পতঙ্গ যেমন জলন্ত অগ্নির মধ্যে জানিয়াও প্রবেশ করে, নির্ব্বোধ মানুষ জানিয়াও সেইরূপ পাপজালে জড়িত হইয়া মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়।

যাহা অনিত্য, অসার ও অপদার্থ তাহাতে প্রেম স্থাপন করা কি নির্ব্বোধের কার্য্য! যাহা আজি আছে, কাল নাই,—যাহা প্রথমতঃ মিষ্ট, পরে বিষের জ্বালার ন্যায় প্রাণকে অস্থির করিয়া দেয়, জানিয়াও আবার যে ব্যক্তি

তাহা পান করিতে যায়, তাহার ন্যায় মূর্খ এবং ক্ষিপ্ত আর কে আছে? ক্ষণিক সুখের লোভে মধুকর যেমন মধুর কলসে মগ্ন হইয়া জীবন হারায়, ঠিক্ সেইরূপ অজ্ঞ লোক সামান্য ইন্দ্রিয়সুখের আশায় এই কালসম মায়ার হস্তে পড়িয়া নিজ জীবন হারাইয়া থাকে।

এ মায়াজাল যত কাটি, দেখি, আবার ততই জড়িত হইয়া পড়ি,—শত বন্ধনে আমাকে জড়িত করিয়া ফেলে! ব্যাধের জালে পড়িয়া পক্ষী যেমন কষ্ট পায়, আমিও এই মায়ার হস্তে পড়িয়া সেইরূপ কষ্ট পাইয়া থাকি। কিন্তু এই বড় দুঃখের বিষয়, যখন দেখি সহস্র সহস্র লোক এই মৃত্যুর জালে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে,—তখন তাহা দেখিয়াও আবার আমি জালে গিয়া বসি।

কিরূপে এই মায়াজালের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়? এই মায়াজাল হইতে মুক্তিলাভ করিবার একমাত্র উপায়, পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া,—ইহা ব্যতীত আমি ত আর অন্য উপায় দেখি না। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সেই পরম দেবতার শরণাপন্ন হন, তিনি সেই পরিমাণে এই বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। সেই অতীন্দ্রিয় পরম সুন্দর পরমেশ্বরের দিকে চিত্ত যত আকৃষ্ট হইবে, ততই মানুষ এই সংসারের অসার, অকিঞ্চিৎকর পদার্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিখিবে; এই জন্য মহাত্মা কেম্পিস্ বলিয়াছেন,—"Strive therefore to withdraw

your heart from the love of visible things, and transfer your affections to things invisible." ভাবার্থ,—তুমি নিরন্তর এই সংসারের বস্তু সকলের মায়া কাটাইয়া সেই অদৃশ্য পদার্থের প্রতি প্রেম স্থাপন কর।"

আমার কোন বন্ধু একবার একটি বড় সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন, সেটী এই ;—

"প্রেম ক'র না তায়,
যাহা একেবারে ধ্বংস হয়।"

এই কয়েকটী কথার মধ্যে অতি সুন্দর ভাব নিহিত রহিয়াছে। অনিত্য বস্তুর প্রতি কখনই আসক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি নরনারীকে ভাল বাসিব না? ভালবাসা আর আসক্তি দুই স্বতন্ত্র পদার্থ ; ভাল বাসিব কিন্তু আসক্ত হইব না। যখন দেখিব যে, এক ব্যক্তিকে ভালবাসিতে গিয়া আমার কর্ত্তব্যের হানি হইতেছে,—ভগবানের প্রতি চিত্ত ধাবিত হইতেছে না, সে ভালবাসা সাংঘাতিক। সে প্রেম তখন আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে। যে প্রেম আমাকে কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম এবং পবিত্রতার পথে অটল ভাবে পরিচালিত করিবে, সেই ভালবাসা প্রার্থনীয়, নতুবা তাহা একান্ত বর্জ্জনীয়।

"প্রেম ক'র না তায়,
যাহা একেবারে ধ্বংস হয়।"

ইহার অর্থ এই, অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া অমূল্য

ধন যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না। আজ যদি তুমি তোমার পুত্রের মায়ায় মুগ্ধ হও, কাল সে কালগ্রাসে পতিত হইলে, তুমি হয়ত তাহার শোকে পাগল হইয়া যাইতে পার। অতএব, হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা সেই নিত্য, অক্ষয়, অবিনাশী, পরম বস্তু পরমেশ্বরের উপরেই স্থাপন করিবে;—যে বস্তু ধ্বংস হয় না, তাহার উপর প্রেম স্থাপন করাই আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। শুনা যায়, সাগর-গর্ভের মধ্যে রত্ন আছে, অথচ সমুদ্রের লবণাক্ত জল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জ্ঞানী লোকেরাও তদ্রূপ নির্লিপ্তভাবে এই সংসার-সাগর মধ্যে বাস করেন। নীল নভোমণ্ডলের নিম্নে বিহঙ্গম যেমন মুক্তভাবে পক্ষ বিস্তার করিয়া সুস্বরে গান করিতে করিতে বিচরণ করে, প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাও সেই ভাবে এই মোহমায়াময় সংসারে নিরন্তর বিভুগুণ গান করিতে করিতে বিচরণ করেন। সত্যদাস নিরন্তর ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করে, যেন সে মুক্ত বিহঙ্গমগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া অনুদিন সেই অন্তরতম পরমেশ্বরের মহিমা গান করিতে করিতে দেহ-পাত করিতে পারে।

তিনটী আবর্ত্ত।

বড় বড় নদী ও সাগরের মধ্যে ঘূর্ণ জল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে আবর্ত্ত বলে। এই সকল আবর্ত্ত

অতি ভয়ানক,—চক্রাকারে ইহার জল ঘুরিতে থাকে, এবং ইহার সম্মুখে যাহা আসিয়া উপস্থিত হয়, এই সর্ব্বগ্রাসী আবর্ত্ত তৎক্ষণাৎ তাহাই গ্রাস করিয়া ফেলে। ইহার ভয়ঙ্কর কার্য্যের কথা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। যেখানে এই সকল আবর্ত্ত ভীষণ আকার ধারণ করিয়া সবেগে ঘুরিতে থাকে, সেখান হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জলের একটী টান দেখিতে পাওয়া যায়। সুচতুর মাঝিরা জলের এই টান দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, অদূরে আবর্ত্ত আছে। অনেক বোকা মাঝি না জানিয়া এই টানের মধ্যে নিজ তরি ছাড়িয়া দেয়, এবং এই ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে একেবারে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। যখন কোন তরি এই আবর্ত্তের টানের মধ্যে আইসে, তখন যেন তীরের ন্যায় তরিখানি দৌড়িয়া গিয়া এই ভীষণ আবর্ত্তের মুখের মধ্যে পড়িয়া যায়, এবং পড়িবামাত্র ঘূর্ণ জলরাশি তাহাকে চক্রাকারে সজোরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে একবারে উদরসাৎ করিয়া ফেলে!

আমি শুনিয়াছি, কোন কোন লোক নৌকা করিয়া যাইবার সময় আবর্ত্তের টানে নৌকা ছাড়িয়া দিবার জন্য মাঝিদিগকে অনুরোধ করে, কিন্তু মাঝিরা কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইতে চাহে না, এবং ঐ আবর্ত্তের ভয়ঙ্কর ব্যাপারের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে এই আসন্ন বিপজ্জনক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় ঐরূপ অনেক অজ্ঞ আরোহিদিগের

অনুরোধে ও তাড়নায় মাঝিরা সম্মত হইয়া আবর্ত্তাভিমুখে তরি পরিচালিত করে, অবশেষে নির্ব্বোধ কৌতূহলাক্রান্ত আরোহী ও মাঝি উভয়েই সেই ভীষণ আবর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া মগ্ন হইয়া যায়!

সেই নদী-গর্ভস্থ আবর্ত্তের ন্যায় সংসারের মধ্যেও আমরা তিনটী "আবর্ত্ত" দেখিতে পাই। উল্লিখিত আবর্ত্ত মানবের শরীর নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু এ আবর্ত্ত তাহার শরীর মন প্রাণ সকল ধ্বংস করিয়া থাকে। সেই তিনটী আবর্ত্ত কি, এবং তাহাদিগের কার্য্য কি; তাহা আমি তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথম আবর্ত্ত—"নাস্তিক।"—কি অতীতকালে, কি বর্ত্তমান সময়ে, এই ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত শত শত নরনারীর প্রাণ নষ্ট করিয়াছে এবং করিতেছে। এই নাস্তিক আবর্ত্ত অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া এই সংসারের নানা স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবর্ত্তের যেমন একটা টান থাকে, তেমনি এই মানসিক আবর্ত্তেরও একটা টান আছে; যখন সংসার-সাগরের মধ্য দিয়া লোকে জীবন-তরি চালাইতে থাকে, তখন অনেকেই এই টানে পড়িয়া যায়। এই আবর্ত্ত এইরূপে অনেকেরই জীবন বিনাশ করিয়া থাকে।

জগতের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারা জানেন যে, প্রায় সকল সময়েই এই ভীষণ আবর্ত্ত কত লোকের

সর্ব্বনাশ করিয়াছে। নাস্তিকদের স্বভাব এই যে, তাহারা সর্ব্বদাই অপরকে নিজেদের ফাঁদে ফেলিতে চেষ্টা করে। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড অথবা অন্যান্য সভ্য দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল লোক ক্রমাগত অপরকে আপনা-দিগের দিকে টানিতে চেষ্টা করিতেছে। নাস্তিকেরা কেবল নিজে অবিশ্বাসী হইয়া সন্তুষ্ট থাকে না, অপরকেও তাহাদিগের দলভুক্ত করিতে চায়। যাঁহাদিগের চক্ষু আছে, তাঁহারা দেখিতে পান যে, এই "নাস্তিক আবর্ত্ত" মানবের জীবনতরিকে কিরূপে তাহার দিকে টানিতে চেষ্টা করিতেছে। কত নির্ব্বোধ লোক এই টানে পড়িয়া একেবারে বিনাশ পাইতেছে। অতএব প্রিয় বন্ধু! "নাস্তিককে" একটী আবর্ত্ত বলিয়া জানিবে।

দ্বিতীয় আবর্ত্ত—"পাপাসক্ত ব্যক্তি।"—পাপীও একটি আবর্ত্ত স্বরূপ। যে পাপ করে, সে কেবল নিজে পাপী হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। পাপকারীদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা অন্যকেও পাপাসক্ত করে, অপরের ঘাড় ধরিয়া তাহাকে পাপের মধ্যে লিপ্ত করে। যেমন মনে কর, সুরা-পায়ীরা কখন একাকী সুরাপান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, তাহারা সর্ব্বদাই অপর দশ জনকে তাহাদিগের সহিত মিলিত করিয়া সুরাপান করিতে চায়; পাপাসক্ত ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই অপরকে তাহাদিগের দিকে টানিতে চেষ্টা করে। এই সকল দুষ্ট লোকেরা একটী আবর্ত্ত, ইহাদিগেরও সাগ-

রের আবর্ত্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর টান আছে। ইহারা নিরন্তর অপরকে নিজেদের দিকে টানিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। অতএব প্রিয় বন্ধু! এই আবর্ত্তের বিষয় অধিক আর কি বলিব, ইহা সমাজের মধ্যে শন্ শন্ করিয়া ঘুরিতেছে,এবং ইহার ভয়ঙ্কর টানের দ্বারা কত বালক,যুবা, এবং প্রৌঢ় নরনারী নিরন্তর জীবনতরিকে কালসাগরে নিমগ্ন করিতেছে। অতএব "পাপাসক্ত ব্যক্তিকে"ও একটী আবর্ত্ত বলিয়া জানিবে।

তৃতীয় আবর্ত্ত—"বিষয়াসক্ত ব্যক্তি।" বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা প্রথমতঃ মানুষকে কোন গর্হিত পাপানুষ্ঠান করিতে বলে না বটে, কিন্তু ইহারা পাপের রাস্তা দেখাইয়া দেয়, পাপের পথ খুলিয়া দেয়। ইহারা আরও ভয়ানক,—ইহারা নিরন্তর মানুষকে টাকাকড়ির লোভ দেখাইয়া থাকে,ঐহিকের সুখকে সার বস্তু জ্ঞান করিতে বলে। আহার বিহার, সংসারে সুখ সচ্ছন্দে বাস করাই ইহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহারা সংসারকেই সারবস্তু বলিয়া উপদেশ দেয়; ইন্দ্রিয়াসক্তিই ইহাদিগের মূলমন্ত্র। এই সকল লোক যুবা ও বালকদিগকে, সংসারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করা যে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে। যদি দেখে, কোন যুবাপুরুষ সংসার-সুখের প্রতি বীতরাগ হইয়া যাইতেছে, তখন ইহারা ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বিবিধ উপায়ে সংসারের দিকে ফিরাইতে

চেষ্টা করে। এই ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত বালকের জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনতরিকে টানিতে চেষ্টা করে। প্রিয় বন্ধু! সমাজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত নিরন্তর ঘুরিতেছে, ইহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পিতামাতাও অনেক সময় এই আবর্ত্তের স্বরূপ হইয়া নিজ সন্তানদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা নিজ সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া বলিয়া দেন, ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিলে, ধন হবে, বাড়ী হবে, গাড়ী হবে! বাল্যকাল হইতে বিষয়বাসনা ইহাঁরাই প্রাণের মধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়া দেন! বালকদিগের নিকট ইহাঁরা সর্ব্বদা বিষয়ভোগের কথা উল্লেখ করিয়া ইহাদিগের প্রাণে সংসার-আসক্তি বদ্ধমূল করিয়া দেয়। বালকেরা প্রথম হইতে যদি ইহাই বুঝে যে, টাকার জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিতেছি,তাহা হইলে তাহারা বড় হইয়া ঘোর বিষয়াসক্ত না হইবে কেন? অনেক যুবাপুরুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিলে সুখ্যাতি হইবে, এবং প্রচুররূপে অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা হইবে, ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝে না। এইরূপে সকল বালক এবং যুবা বিষয়াসক্তের আবর্ত্তের টানে পড়িয়া অবশেষে পরিণত বয়সে সেই আবর্ত্তের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। বিষয়াসক্তি মানুষকে কি না করিতে পারে? এই আসক্তি মানুষকে ঘোর পিশাচ অপেক্ষাও অধম করিয়া দেয়। অতএব প্রিয়

বন্ধু! "বিষয়াসক্ত" ব্যক্তিদিগকে আর একটী ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত বলিয়া জানিবে।

যে তিনটী আবর্ত্তের কথা উল্লেখ করিলাম, এই তিনটী আবর্ত্ত হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে। এই তিনটী আবর্ত্ত শত শত মানবকে বিনষ্ট করিয়াছে ও করিবে। অতএব সাবধান! সাবধান! এই তিন আবর্ত্তের টানে কখন জীবনতরি ছাড়িয়া দিও না। সত্যদাস এই তিনটীকে বড় ভয় করে; নিজে এই তিন আবর্ত্তের টান হইতে মুক্তি লাভ করা এবং নিরন্তর অপরের জীবনকে ইহার হস্ত হইতে রক্ষা করা, সত্যদাসের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রকৃত তীর্থ।

জাহাজে চড়িয়া কোন স্থানে গমন করিতেছিলাম। আমাদের জাহাজের আরোহিদিগের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোককে দেখিয়া বোধ হইল যে, তাহারা কোন তীর্থ-স্থানে গমন করিয়াছিল। স্ত্রীলোকগুলিকে ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া বোধ হইল। জাহাজ জাইতেছে, আমি একটী ধারে বসিয়া একখানি ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ১টার সময় আমাদিগের জাহাজ জোয়ারের প্রতীক্ষায় কোন একটী বিশেষ স্থানে আবদ্ধ হইল। এই সুযোগে অনেক আরোহী জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া, কেহ স্নান

করিতে, কেহ বা নিকটবর্ত্তী স্থানে আহারের জন্য গমন করিল। উক্ত স্ত্রীলোকগুলিও স্নানাদি করিয়া পুনরায় জাহাজে উঠিল। জোয়ার আসিবার অনেক বিলম্ব আছে; আমি বসিয়া পাঠ করিতেছি, এমন সময়ে সেই তীর্থ পর্য্যটনকারিণী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। আমি তাহাদিগের কথার দিকে কাণ দিলাম। কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, স্ত্রীলোকগুলি বৃন্দাবন হইতে আসিতেছে। একটী বৃদ্ধা বৃন্দাবনের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিল, বৃন্দাবনের ন্যায় উৎকৃষ্ট স্থান আর কোথাও নাই। প্রবীণার মুখ হইতে বৃন্দাবনের অযথা প্রশংসা শুনিয়া, আর একটী অল্পবয়স্কা রমণী তাহার প্রতিবাদ করিয়া সেই বৃদ্ধার বুদ্ধির দোষ দিতে লাগিল। বয়োজ্যেষ্ঠা সেই অল্পবয়স্কা রমণীকে বলিল, বৃন্দাবনের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর স্থান আর এ পৃথিবীতে কোথাও নাই। তাহাতে ঐ অল্পবয়স্কা রমণী হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি কি বল গো! বৃন্দাবন অপেক্ষা কলিকাতা যে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ! কলিকাতায় গ্যাস আছে, জলের কল আছে, কেমন সুন্দর বড় বড় বাটী আছে, কত সুন্দর সুন্দর বস্তু আছে যাহা আর অন্য কোথাও দেখা যায় না!" যুবতী এই সকল কথা বলিলে, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী আর তাহার বিশেষ প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া অবশেষে মনের ভাব খুলিয়া বলিল, "তা" তুমি যা'বল না কেন,—

বৃন্দাবনে সেই যে বিগ্রহের কি রূপ দেখিলাম, আমি তেমন আর কোথাও দেখি নাই!”

এখন সব পরিষ্কার হইল। আমি এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম যে, ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী যে বৃন্দাবনের এত প্রশংসা করিতেছে, তাহার কারণ কি? এতক্ষণের পর তাহার গূঢ় কারণ বুঝিতে পারিলাম। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী যখন সজল নয়নে বলিল যে, বৃন্দাবনে তাহার ইষ্টদেবতা আছেন বলিয়াই বৃন্দাবনের ন্যায় উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই, তখন আনন্দে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। আহা! কি সুন্দর কথা! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, বৃদ্ধার বিশ্বাস অত্যন্ত অন্ধ, মন কুসংস্কারে পূর্ণ—কিন্তু কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস! কি প্রগাঢ় ভক্তি! হায়! ভাবিতে লাগিলাম, আমার যদি ভগবানের প্রতি এমন বিশ্বাস ও ভক্তি হয়, আমি ত বাঁচিয়া যাই।

সেই প্রাচীনার কথা হইতে একটী অতি সুন্দর শিক্ষা লাভ করিলাম। মনে হইল, আমরা যে স্থানে দশ জন একত্র হইয়া ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করি, আমরা কি অন্ততঃ সেই দৃশ্যকে সংসারের পার্থিব বস্তুপূর্ণ স্থান অপেক্ষা মনোহর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিনা? ভাবিয়া দেখিলাম, ভক্তেরাও ত বলিয়া গিয়াছেন যে, যেখানে দশ জন একত্র হইয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে ভগবানের গুণানুবাদ করেন,

তাহার তুল্য সুন্দর দৃশ্য জগতে আর কোথাও নাই। স্বর্গ সেই স্থানই, যেখানে পরমেশ্বরের অনুগত সন্তানগণ বিনম্র-ভাবে বসিয়া তাঁহারই গুণগানে রত থাকেন। একটী সঙ্গীতে আছে:—

এই ত স্বর্গের ছবি, হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
প্রেমানন্দে উথলে হৃদয়,
যুবা বৃদ্ধ নরনারী, ব্রহ্মপাদপীঠ ঘেরি
করে স্তব মধুর বচনে।

সত্য সেই স্থানই তীর্থ স্থান, সেই স্থানই মনোহর ও শান্তি-প্রদ, যেখানে বসিলে ভগবানের দিকে চিত্ত ধাবিত হয়। এইরূপ স্থানের সহিত কি সংসারের অন্য কোন স্থানের তুলনা হইতে পারে? পরমেশ্বরের ভক্ত সন্তান-গণ নিরন্তর এই স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাঁহারা সর্ব্বদা এইরূপ ভক্তসঙ্গে বাস করিতে অত্যন্ত ভাল বাসেন। সত্যই যাঁহার প্রাণে কিছু বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তিনিই এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মিথ্যা কথা বলে নাই। তাহার প্রাণের ইষ্টদেবতা যেখানে, সে কি সংসারের আর কোথাও তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান দেখিতে পায়? সেই পরম তীর্থস্থান তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

প্রিয় বন্ধু! তুমি এই সংসারের মধ্যে কোন্ স্থানকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে কর? তোমার কি এমন কোন

তীর্থ স্থান আছে, যেখানে গমন করিলে, যে স্থান দর্শন করিলে,তোমার প্রাণ মন শীতল হয়? তাহা যদি না থাকে, তুমি এ সংসারে অতি কৃপাপাত্র, তুমি অতি দুর্ভাগ্য। এ সংসারে যাহার এমন একটু স্থান নাই, যেখানে গমন করিয়া সে ক্ষণকালের জন্য সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতে পারে, এবং পাপের তীব্র কশাঘাত হইতে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও মুক্তিলাভ করিয়া সেই পরম সত্য ও পরম সুন্দর পরমেশ্বরের মনোহর ভাবে হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে, তাহার ন্যায় হতভাগ্য দুঃখী আর কে আছে? প্রিয় বন্ধু! যে স্থানে বসিলে হৃদয় হইতে পাপের জ্বালা নিবারণ হয়, ভগবানের দিকে চিত্ত ধাবিত হয়, এইরূপ স্থান এ সংসারে অতি বিরল। কিন্তু তুমি যদি এইরূপ স্থান অন্বেষণ কর, পরমেশ্বর তোমায় তাহা দেখাইয়া দিবেন।

যেখানে পরমেশ্বরের সাধু সন্তানগণ একত্র হইয়া পরমেশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করেন, সেই স্থান অন্বেষণ কর। সেই স্থানে গিয়া ব'স,—সাধু ভক্তদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল, প্রাণ শীতল হইবে। সংসার-পথে চলিতে চলিতে যখন পথশ্রান্ত হইয়া পড়িবে, সংসারের ধূলাতে যখন চক্ষু অন্ধপ্রায় হইয়া আসিবে,—তখন সেই সাধু ভক্তদিগের নিকটে গমন করিও:—

"সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম।"

যাহারা নিরন্তর এই পূতিগন্ধময় সংসারে আবদ্ধ থাকে, তাহাদের জীবন কি দুঃখময়! সাধুসঙ্গরূপ মহাতীর্থ যাহারা জীবনে কখন সম্ভোগ করে নাই, তাহাদের জীবন কি শুষ্ক ও কঠোর! যদি সংসারে প্রকৃত সুখ ও শান্তি চাও, তবে সাধু-সঙ্গে বাস করিয়া, সেই সর্ব্বমঙ্গলময় মহান্ পরমেশ্বরের নাম গান করিয়া জীবন ধন্য কর। এই অসার অনিত্য সংসারের বিলাস ও আমোদ প্রমোদ পশ্চাতে রাখিয়া সাধুসঙ্গরূপ তীর্থে গমন করিয়া শান্তি ও আনন্দ সম্ভোগ কর। সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সংসারের জন্য পরিশ্রম করিবার পর সায়ংকালে এই সাধুদিগের সঙ্গে বসিয়া পরমেশ্বরের নামগানে জীবনকে কৃতার্থ করিবে,—এইরূপ একটুকু দাঁড়াইবার স্থান বাছিয়া লও। উত্তপ্ত মস্তক শীতল করিবার জন্য এইরূপ একটুকু শীতল স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লও; এখানে দুইদণ্ড কাল বসিলে প্রাণটা শীতল হইবে, সমস্ত দিনের পরিশ্রম, যন্ত্রণা ও পাপ তাপ দূরে পলায়ন করিবে। ধন্য সেই সকল নরনারী, যাঁহাদের এ সংসারে এইরূপ একটুকু দাঁড়াইবার স্থল আছে। সাধুসঙ্গরূপ পুণ্যস্থান লাভ করিয়া শুচি হও। সত্যদাস এইরূপ পুণ্যভূমিকে ধরাতলে প্রকৃত তীর্থস্থান বলিয়া থাকে।

দুইটী সরলা বালিকার কথা।

সায়ংকালে আমার কোন এক বন্ধুর বাটীতে বসিয়া দুইটী বালিকার সহিত কথা কহিতেছিলাম। যে স্থানে বসিয়া কথা হইতেছিল, সে স্থানটী অতি মনোহর। সম্মুখে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। তখন পূর্ণিমা তিথি; নীল আকাশে চাঁদ উঠিয়া মধুর জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ পূর্ণ করিয়াছে। স্থানের নির্জ্জনতা, রমণীয়তা ও প্রকৃতির মধুরতা সকলে মিলিয়া যেন আমাদের হৃদয়ের ভাবের কলিগুলি ফুটাইতেছিল। এই-রূপ সময়ে কি বালক, কি বালিকা, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেরই মনের উপর কি-যেন একটা ভাব আসিয়া উপ-স্থিত হয়।

সরলা বালিকাগুলির সহিত নানা প্রকার কথা হইতে হইতে পরমেশ্বরের সৃষ্টি সম্বন্ধে কথা উঠিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল,—এই ফুল, এই গাছ কে করিয়াছে? কেহ জিজ্ঞাসা করিল,—চাঁদকে কে করিল, আমাকে কে করিল, আমার মাকে কে করিল? ইত্যাদি নানা ভাবে তাহারা আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমিও সরল ভাবে একে একে তাহাদিগকে এ সকল বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। পরমেশ্বর যে সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন, আমি সরল ভাবে তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিলাম। সরলা বালিকাগুলি সরল ভাবে সে সরল সত্যগুলি বুঝিল। যখন দেখিলাম,

তাহারা সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদিগের কোমল হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "যে পরমেশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, যাঁহার জন্য আমরা পিতা মাতা পাইলাম, যাঁহার জন্য সংসারে আমরা কত সুখে বাস করিতেছি,তাঁহাকে আমাদের ভাল বাসা উচিত।" বালিকাগুলি বলিল "হাঁ, আমরা তাঁহাকে ভাল বাসিব।" আমি বলিলাম, "সকালে উঠে তাঁকে প্রণাম করিতে হয়, এবং এমন দয়াময় যিনি, তাঁকে খুব করিয়া ভাল বাসিতে হয়।" বালিকাগুলি বলিল, "আমরা সকালে উঠে তাঁকে প্রণাম করিব, এবং তাঁকে আমরা খুব ভাল বাসিব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা তাঁহাকে কি করিয়া ভাল বাসিবে?" কেহ বলিল, আমি বলিব 'তুমি আমার যাদু'। কেহ বলিল 'তুমি আমার মাণিক,' 'তুমি আমার সোণা!'

বালিকাগুলির মুখ হইতে এই মধুমাখা কথাগুলি শুনিয়া আমার শুষ্ক হৃদয়ে কে যেন শীতল জল ঢালিয়া দিল, এবং প্রাণের মধ্যে কি যেন এক ভাবের উদয় হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, মহর্ষি ঈশা যে বলিয়াছেন, "সরল শিশু না হইলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না,' এ অতি সত্য কথা। বালিকাগুলি যে ভাবে পরমেশ্বরের উপর ভালবাসার কথা বলিল, কৈ আমি ত এ ভাবে সরলপ্রাণে 'তুমি আমার মাণিক,' 'তুমি আমার যাদু,' 'তুমি আমার

সোণা' বলিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না! বালিকাদ্বয় এই সুধামাখা কথায় আমার প্রাণে গভীর আনন্দের সঞ্চার করিল।

কঠোর, অসরল মানব সরলভাবে প্রাণ খুলিয়া কি কখন কথা বলিতে পারে? লোকে কথার দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা ও প্রার্থনা করিতে যায়। যেখানে অসরলতা এবং কপটতা, সেখানে প্রায় কথার ছটা, কবিত্ব, বাক্যবিন্যাসই আমরা দেখিয়া থাকি। অনেকে প্রার্থনা করিবার সময় নানা প্রকার কথার ছটা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ছোট ছেলের ক্ষুধা হইলে কি সে মাকে এই কথা বলে, "মাতঃ, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, অতএব আমি সাম্নুনয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি দয়া করিয়া আমায় কিছু আহার প্রদান করুন!" না সে বলে, "মা খিদে পেয়েছে, খাবার দে?" সরলতা যেখানে, সরল ভাষা সেখানে,—প্রাণের অমিয়মাখা কথা সেখানে।

মহাত্মা খ্রীষ্ট যে বলিয়াছেন, 'বালক না হইলে স্বর্গরাজ্যে যাওয়া যায় না,' তাহার অর্থ কি? বালকের মধ্যে আমরা তিনটী বিশেষ গুণ দেখিতে পাই, যে গুণ থাকিলে ভগবানকে সহজে লাভ করা যায়।

১ম। বালক সরল;—সে সরলভাবে কথা বলে, তার অভাব হইলে সে সরলভাবে তাহার মাকে ও পিতাকে তাহা

জানায়। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার সময় প্রকৃত ধার্ম্মিক সেইরূপ সরলভাবে তাঁহাকে নিজের অভাব জানাইয়া থাকেন। পরমেশ্বর এই সরলতার পুরস্কার প্রদান করেন।

২য়। বালক বিশ্বাসী,—সে তাহার পিতা মাতাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। সে অক্লেশে তাহার সর্ব্বস্ব পিতা মাতার হস্তে সমর্পণ করিতে পারে। তাহার মা যদি তাহাকে ভয়ানক বিপদপূর্ণ স্থলে লইয়া যায়, তথাপিও সন্তান মার উপর এক বিন্দু সন্দেহ করে না। তাহার মা তাহাকে বিপদে ফেলিবে, বালক প্রাণ' থাকিতে তা' বিশ্বাস করিতে পারে না। প্রকৃত ধার্ম্মিক সেইরূপ বালকের ন্যায় পূর্ণ বিশ্বাসে পরমেশ্বরকে আপন পিতা মাতা জ্ঞান করিয়া সকলই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকেন।

৩য়। বালক পবিত্র,—অপবিত্রতা কি, বালক তা জানে না। তাকে বক্ষে করিলে বক্ষ জুড়ায়, গোলাপের ন্যায় প্রফুল্ল বদন দেখিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। মোহ কি,আসক্তি কি, তা' সে জানে না। ধার্ম্মিক বালকের ন্যায় পবিত্র। তাঁহার পবিত্র নির্ম্মল প্রাণে ভগবানের মুখ-জ্যোতি প্রকাশিত হয়। বালক যেমন বন্ধনমুক্ত, তিনিও সেইরূপ বন্ধনমুক্ত হইয়া নিরন্তর আনন্দে সেই আনন্দময়ের প্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিয়া বেড়ান। সত্যদাস বলে, ধন্য সেই লোক, যিনি সরল বালক ও সরল বালিকার ন্যায় হইতে শিক্ষা করিয়াছেন।

নীলাচল—সমুদ্র-তট।

পুরীতে একদিন সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতটে আমরা দুই বন্ধুতে বেড়াইতেছিলাম। প্রবল ঝড়ের ন্যায় গোঁ গোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছে, আর বিশাল সাগরের প্রকাণ্ড ঢেউ গুলা সাদা তুলার গাদার ন্যায় বাতাসে ছুটোছুটি করিতেছে, আর সজোরে কুলকে আঘাত করিতেছে। সম্মুখে চাহিলে আর কিছুই দেখা যায় না,—কেবল নীল আকাশ নত হইয়া নীল জলরাশিকে আলিঙ্গন করিতেছে। কি গম্ভীর! কি মনোহর! যখন ঢেউ গুলির অল্প দূরে বালুরাশির উপর দিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, তখন প্রাণে যে কি-এক ভাবের ঢেউ উঠিতে লাগিল, তা' আর প্রকাশ করা যায় না। চারিদিকে চাই, আর কোথা হইতে যেন কি-এক গম্ভীর ও বিস্ময়ের ভাব আসিয়া মনকে পূর্ণ করিয়া ফেলে। বেড়াইতে বেড়াইতে মহাত্মা চৈতন্যের কথা মনে উঠিল। শুনিয়াছিলাম, তিনি এই নীলাচলে,—এই স্থানে প্রেমের ভাবে বিভোর হইয়া এই জলরাশির মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। আমার শুষ্ক কঠোর প্রাণ সে গভীর প্রেমের বিষয় কি বুঝিবে!—চৈতন্যের অগাধ প্রেমের সহিত যখন নিজের অপদার্থ জঘন্য হৃদয়ের তুলনা করিতে লাগিলাম, তখন যেন মনটার মধ্যে এক রকম জ্বালা উপস্থিত হইল। দুঃখে প্রাণ যেন অবসন্ন হইতে লাগিল। আমরা দুই বন্ধুতে বেড়াইতে বেড়াইতে নানা রকম কথা কহিতে লাগিলাম।

ইচ্ছা হয় না যে, বাসায় ফিরিয়া আসি। সন্ধ্যা ক্রমে উপস্থিত হইল, নীল আকাশ হীরার টুক্‌রার ন্যায় নক্ষত্র রাজিতে সজ্জিত হইতে লাগিল। এখনকার সমুদ্রের শোভা আরও অপূর্ব্ব। গভীর ঘন অন্ধকারে যখন চারিদিক্ পূর্ণ করে, তখন নীল বারিধি-বক্ষে কে যেন জ্বলন্ত আগুণ ঢালিয়া দেয়। ঘোর অন্ধকারে জল যেন জ্বলিতে থাকে! সে অপূর্ব্ব শোভা কার সাধ্য বর্ণন করিতে পারে?

আমরা এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে দুই জনে বেড়াইতেছি, এমন সময়ে আমার বন্ধু হঠাৎ চমকিত হইয়া আমায় বলিলেন, "দেখুন দেখুন, কি ভেসে আস্‌ছে!"—আমি ত্রস্ত হইয়া চাহিয়া দেখি, জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঢেউয়ের সঙ্গে কি একটা ভাসিয়া আসিতেছে,—দেখিতে দেখিতে হুস্ করে ঢেউটা যাই আমাদের কাছে আসিয়া পড়িল, আমরা অমনি দৌড়িয়া গিয়া সেই উজ্জ্বল জিনিসটা কুড়াইয়া আনিলাম। অতি আনন্দের সহিত জিনিসটা কাপড়ের মধ্যে পূরিলাম, কি যেন এক অমূল্য জিনিস পেয়েছি! সমুদ্রকে লোকে রত্নাকর বলে। শুনেছি, সময়ে সময়ে সমুদ্র হইতে মহামূল্য রত্ন মানুষ লাভ করিয়া থাকে। আজ আমরাও বুঝি তাই পেলাম, এই ভাবিয়া সেই উজ্জ্বল জিনিসটা অতি যত্নে কাপড়ের মধ্যে পূরিলাম। আমার বন্ধু বলিলেন, "ভাল করে রাখুন।" আমি এক একবার কাপড় খুলি, আর দেখি! মনে ভাবিতে লাগিলাম, যদি রত্ন হয়

তবে কি করিব? কিছুক্ষণ পরে দেখি, আবার দুই একটা ঐ রূপ ভাসিতেছে। আমরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত দৌড়াদৌড়ি করিয়া সেই গুলি ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; আরো দুই একটা ধরিয়া পূর্ব্ববৎ কাপড়ের মধ্যে সে গুলি পূরিলাম। কতই আনন্দ,—যদি রত্ন হয়, তবে কি লাভই হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, সে গুলি এক প্রকার পোকা! তখন হো হো করে হাসিতে লাগিলাম। নিজেদের অজ্ঞতা দেখিয়া লজ্জাও হইতে লাগিল।

সংসার-সাগরের তটে মানুষ বেড়াইতে বেড়াইতে ঠিক্ ঐরূপ রত্নজ্ঞানে পোকামাকড় কুড়াইয়া থাকে। মানব কি ভ্রান্ত! কি অজ্ঞ! মানুষ সুধা ত্যাগ করিয়া গরল পান করে, রত্ন জ্ঞানে পথের ধূলি গ্রহণ করে! মানবের এই সকল অজ্ঞতা যখন চিন্তা করা যায়, তখন মনে হয়, মানুষ কি মূর্খ!—কি গভীর অজ্ঞতাই তার প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! পরমনিধি পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ কি করিতেছে! যখন দেখি রত্নটা পশ্চাতে ফেলিয়া, আগ্রহের সহিত পথের অপদার্থ অকিঞ্চিৎকর বস্তুগুলি লইয়া যত্নের সহিত প্রাণের নিভৃত স্থানে রক্ষা করিতেছে, তখন দুঃখের সহিত বলি "হায় হায়, মূঢ় মানব, কি করিলি!"

"অমূল্য মাণিক ফেলি, কুড়ায়ে বাঁধিলি ধূলি,
প্রাণে রাখি করিলি যতন! (মহামূল্য জ্ঞানেরে)"

ভাই! সত্যদাসের সহিত তোমার অনেক দিন পরিচয় হইয়াছে, এখন জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, সংসার কি এতই সার, ইন্দ্রিয়ের সেবা কি এতই সুখকর? নিজের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি কি দেখিয়াও দেখিতে পাও না? ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে করিতে কি ক্লান্তি বোধ কর না? যাহাকে আজ সার বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, কাল কি দেখ নাই যে তাহা অসার? আজ রত্ন ভ্রমে যাকে অঞ্চলে পূরিয়া যত্নের সহিত লইয়া গিয়াছ, কাল কি দেখ নাই যে, সে রত্ন নয়, পথের মাটি! ঠিক্ করিয়া বল দেখি, এই রূপে বার বার সংসারের নিকট প্রতারিত হইতেছ কি না? হও,—তবুও যে তোমার চেতনা হয় না, এই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! অসার সংসারে সেই অমূল্য নিধি যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে লাভ করিতে সর্ব্বদা যত্নবান হও। তিনি ছাড়া সকলই ধূলি, তিনি ছাড়া সকলই দুঃখ যন্ত্রণা ও কষ্টের হেতু, তিনি ছাড়া সকলই অসার ও অপদার্থ। অতএব তাঁহাকে ছাড়িয়া যখন যে কার্য্য করিতে যাইবে, তখন জানিও যে, তুমি কণ্টকের মধ্যে হাত দিতেছ; তাঁহাকে ছাড়িয়া যখন সুখ শান্তি অন্বেষণ করিবে, তখন জানিও যে, তুমি জ্বলন্ত অঙ্গার মধ্যে নিজ পদদ্বয় স্থাপন করিতে যাইতেছ। তিনিই পরম নিধি, তিনিই মানবের একমাত্র অনন্ত সুখ শান্তির প্রস্রবণ। সত্যদাস পাপী হইলেও এই সত্যটি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে।

খণ্ডগিরি।

খণ্ডগিরির নাম কি শুনিয়াছ? নীলাচল যাইবার পথে অতি নির্জ্জন ও জনকোলাহল-শূন্য স্থানে খণ্ডগিরি বিরাজ করিতেছে। খণ্ডগিরি পূর্ব্বে বৌদ্ধ তপস্বীদিগের সাধনের স্থান ছিল। আমি নীলাচল হইতে আসিবার সময় বৌদ্ধ যোগীদিগের এই তপস্যার স্থান দেখিতে গেলাম। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে বৃক্ষলতাদি পরিপূর্ণ বৌদ্ধ তাপসদিগের এই পরম মনোহর ও রমণীয় সাধনভূমি আমার মনের মধ্যে যেন এক অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার করিতে লাগিল। পাহাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অশোক রাজা বৌদ্ধ সাধকদিগের তপস্যার জন্য এই পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আমি যখন এই গহ্বরগুলি দেখিতে লাগিলাম, তখন প্রাণের মধ্যে কিরূপ যে গম্ভীর ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই গহ্বর অথবা কুটিরগুলিকে "গুম্ফ" বলে। এইরূপ বহুসংখ্যক "গুম্ফ" নীরবে সেই নীরব সাধকদিগের অসাধারণ মনের বল, অধ্যবসায়, ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে, এবং বৌদ্ধগুরু মহাত্মা শাক্যসিংহের গৌরব বিস্তার করিতেছে। "গুম্ফ" গুলি দেখিতে দেখিতে কত ভাবেরই তরঙ্গ মনে উঠিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হয়, এখানে কিছুকালের জন্য থাকি, আর গৃহে যাইব না;

একবার মনে হয়, আর কি এখন এমন সাধক নাই, যাঁহারা গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া জগতে অমূল্য সত্যরত্ন বিতরণ করিবার জন্য যত্নবান্ হন? সেই যে বৌদ্ধ তাপসগণ এস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পর হই-তেই ইহা শূন্য হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারত কি শুষ্ক, নির্জ্জীব,—কি গভীর ধ্যান ও যোগ বিরোধী? তা' যদি না হইবে, আজ এই পরম রমণীয় স্থানে কি একটা লোক-কেও দেখিতে পাইতাম না?—না, না। হিন্দুদিগের ভয়ানক অত্যাচারে যখন বৌদ্ধগণ ভারত পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন হইতেই গভীর ধ্যান ও যোগের ভাব ভারতে ম্লান হইয়াছে; এবং অপবিত্রতা, অন্যায় ও সংসারাসক্তি প্রবল ভাবে ভারত সন্তানের হৃদয় মন অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

খণ্ডগিরির কোন কোন স্থানে তপস্বী ও তপস্বিনী-দিগের মূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তিগুলি দেখিলেই মনের মধ্যে পবিত্র আনন্দের সঞ্চার হয়। গভীর সাধনের বলে, অবি-কৃত মনে স্ত্রীলোক লইয়া তাঁহারা যোগাসনে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। যোগের কি প্রভাব! তপস্যার কি বল! এই যোগ এবং তপস্যার বলে কত লোক দুর্দ্দান্ত রিপুকুলকে পদ দ্বারা দলিত করিয়াছে, নীচ সংসারের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, মনের অসাধারণ বল লাভ করিয়াছে। যোগ, ধ্যান ও তপস্যার প্রভাবে মানব

সংসারের সুখ দুঃখের অতীত স্থানে আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং উচ্চৈঃস্বরে মোহান্ধ জগতের কাছে এই কথা বলিয়াছে—"এখানে দুঃখ নাই,—শোক নাই—পাপ নাই, প্রলোভন নাই।"

ধ্যান কাকে বলি? সহজ ভাবে সেই পরম সত্য পরমেশ্বরের উজ্জ্বল সত্তা প্রাণের মধ্যে অনুভব করাই ধ্যান। যিনি যত পরিমাণে তাঁহার সত্তা প্রাণের মধ্যে অনুভব করিবেন, তিনি তত পরিমাণে এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। তাঁহার পরম মনোহর সত্তাসাগরে যে পরিমাণে সাধক নিমগ্ন হন, সেই পরিমাণে তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হয়,—নীচ সংসার সুখের প্রতি তাঁহার অরুচি জন্মে। সত্যদাস তাই বলে ঃ—

ডুবরে চঞ্চল মন সে রূপসাগরে,
পাপ তাপ, দুঃখ জ্বালা সব যাবে দূরে।

ধন্য সেই সকল সাধু, যাঁহারা সেই পরম সুন্দর পরমেশ্বরের রূপ-সাগরে নিরন্তর ডুবিয়া যান, সেই রূপের তুলনায় সংসারের সকল সুখকে অতি অপদার্থ জ্ঞান করেন। সত্যদাস এইরূপ লোকের পদ চুম্বন করেন!

অন্ধ ফকির।

যেখানে কোন প্রকার সৎপ্রসঙ্গ হয়, অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংগীতাদি হয়, সেইখানে আমার চিত্ত স্বভাবতঃ ধাবিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংগীত শ্রবণ করিলে আমার চিত্ত উল্লসিত হইয়া উঠে, এবং আনন্দে হৃদয় মন নৃত্য করিতে থাকে। আমি বাল্যকাল হইতে আমাদিগের বাটীর পার্শ্ব দিয়া একজন অন্ধ ফকিরকে অতি ভক্তিভাবে একটী অতি সুন্দর ভাবপূর্ণ সংগীত গান করিয়া যাইতে শ্রবণ করিয়াছি,আমি তাহাকে কখন কাহারও নিকট হইতে কোন বিষয়ের জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে দেখি নাই। আমি যখন বালক ছিলাম, তখন তাহার ভাবপূর্ণ মধুর সংগীতের মূল্য কিছুই বুঝিতে পারিতাম না,—কিন্তু তাহাকে দীন হীনের ন্যায় ভক্তিভাবপূর্ণ সংগীত করিতে শ্রবণ করিয়া সময়ে সময়ে আমার প্রাণ যেন এক প্রকার গাম্ভীর্য্য-রসে পূর্ণ হইয়া উঠিত। আমি সময়ে সময়ে তাহার সেই সঙ্গীতের গভীর ভাবে নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বালক-স্বভাব হেতু আমি সে সংগীতের আধ্যাত্মিকভাব তখন ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না।

ক্রমে স্বভাবের নিয়মানুসারে আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিকাশ পাইতে লাগিল। আমি এক দিবস সায়ংকালে গৃহে বসিয়া আছি, এমন সময় সেই অন্ধ ফকির তাহার সেই মধুর সংগীত করিতে করিতে যাইতেছিল,—

তাহার সংগীতের একটী অংশ আমার প্রাণকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহা এই ;—

"আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই,
তবু সে নাম ভুল্‌বনারে আমার প্রাণ গেলে!"

এই সংগীতটি আমার প্রাণমধ্যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতে লাগিল। আমি দরিদ্র ; আমার নিকট কয়েকটি পয়সা ছিল, আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া আমার সেই কয়েকটি পয়সা তাহাকে প্রদান করিলাম। তাহার সেই অমূল্য সংগীতের কি মূল্য আছে? আমি যখন তাহার এই ভাবপূর্ণ গানটীর বিষয় চিন্তা করি, তখন নিজ প্রাণকে ধিক্কার দিয়া বলি,—"নির্ব্বোধ প্রাণ! তোর কি এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে? আমি যদি কখন ভীষণ সাগরগর্ভে নিমগ্ন হই, তাহা হইলে তখন তুই কি আনন্দের সহিত সে নাম গান করিতে পারিবি?" আহা! সে ব্যক্তি কি সুখী, যিনি সেই পরমেশ্বরকে হৃদয়ের ধন বলিয়া তাঁহাকে প্রাণের মধ্যে স্থান দিতে পারিয়াছেন! সকল অবস্থার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রিয়তম দেবতার নাম গান করিয়া পরমানন্দে দিনযামিনী যাপন করিতে থাকেন। যদি কোন বিপদের ঘোর অন্ধকার তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন তিনি সেই বিপদভঞ্জন দয়াময় ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি আমাদের হৃদয়ের ধন, প্রাণের অবলম্বন,

নয়নের অঞ্জন, প্রাণের প্রাণ,—তাঁহাকে কি কখন ভুলা যায় ?

ইহাই যথার্থ ভক্তের এবং বিশ্বাসীর কথা। জগতে কয়জন লোক এরূপ আছেন, যাঁহারা হৃদয়ের সহিত এই সংগীতটী গান করিতে পারেন ? এই বিপদ-সঙ্কুল সংসারে বাস করিয়া যে ব্যক্তি এই কথা বলিতে পারেন—

"আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই,
তবু সে নাম ভুল্‌বনারে আমার প্রাণ গেলে !"

তিনিই যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন এবং তিনিই প্রকৃতরূপে এই সংসারের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্তির পথে গমন করিবার অধিকারী হইয়াছেন।

নিশীথ সময়।

গভীর রজনী, ধরা নিস্তব্ধ, মনুষ্য ও জীবজন্তু প্রায় সকলেই নিদ্রায় অভিভূত। আমি শয্যা হইতে উঠিলাম।—সেদিন পূর্ণিমা তিথি, সুপরিষ্কৃত নীল নভোমণ্ডলে পূর্ণ শশধর বিমল কিরণে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিতেছে,—আমি একবার এই সময়ে বিমুগ্ধ চিত্তে প্রকৃতিসুন্দরীর বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। আমার প্রাণের প্রভু পরমেশ্বরের মনোমোহন প্রেমের মূর্ত্তি প্রকৃতির মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম।—দেখিলাম,

প্রকৃতি যেন বিধাতার অপূর্ব্ব রূপে মোহিত হইয়া আনন্দ-ভরে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সুখের উচ্ছ্বাসে ভাসিতেছেন। এ সময়ে আর কি করিব, চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে হইল ‘আমরা সেই পরম প্রভু পরমেশ্বরের সন্তান, তিনি পিতার ন্যায় দিনযামিনী আমাদিগের সুখের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন, কিন্তু হায়, আমরা কি অকৃতজ্ঞ! পিতার এত করুণা সম্ভোগ করিয়াও অকৃতজ্ঞ পাষণ্ডের ন্যায় তাঁহার প্রেমের গুণ গান করি না, তাঁহার চিন্তনে রত থাকি না,—সমস্ত দিবস কেবল সংসার-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া এ অমূল্য জীবন যাপন করি,—আমরা কি নির্ব্বোধ! কি অকৃতজ্ঞ. কি ভয়ানক জড়ভাবাপন্ন! এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই অনন্ত প্রেমের সাগর প্রিয়তম পরমেশ্বরের দিকে আমার মন ধাবিত হইতে লাগিল,—আমি সেই প্রেম-সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হইয়া সেই সাগরে নিমগ্ন হইলাম।

নিশীথ সময়ে যাঁহারা কখন একাকী কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এ সময় চিত্ত কেমন সহজেই প্রশান্ত ভাব ধারণ করে;—আপনার জীবনের প্রকৃত ছবি সম্মুখে আসিয়া প্রকাশিত হয়,—নিজ জীবনের দুর্ব্বলতা এবং পাপ সকল বিশেষ রূপে অনুভূত হয়, পুণ্য এবং পবিত্রতার ভাব কেমন জাগ্রত হয়! এ সময় মানবের ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইবার একটি বিশেষ অনুকূল সময়। এ সময় নীরস প্রাণ সরস হয়, নির্জ্জীব

প্রাণ সজীব হয়। যাহার জীবনে ধর্ম্ম এবং পবিত্রতার ভাব কখন জাগ্রত হয় না, এ সময়ে তাহার প্রাণেও তাহা বিকশিত হইয়া উঠে,—এবং পবিত্রতার বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়। সংসার-কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়া যাহার ধর্ম্ম এবং পবিত্রতার ভাব ম্লান হইয়া আইসে, এবং প্রাণ কঠোর হইয়া যায়, এ নিশীথ সময় তাহার সেই শুষ্ক এবং কঠোর প্রাণে শান্তির বারি সিঞ্চন করিতে থাকে। ভক্ত, যোগী এবং প্রেমিকদিগের পক্ষে এ সময় অত্যন্ত আনন্দের সময়। তাঁহারা এ নিস্তব্ধ ও মনোমুগ্ধকারী সময়ে তাঁহাদিগের প্রিয়তম দেবতার সহবাস বিশেষ রূপে লাভ করিয়া নির্জ্জনে প্রাণের কত কথা তাঁহার সহিত কহিয়া থাকেন। হৃদয়েশ্বরকে সম্মুখে দর্শন করিয়া অশ্রুজলে বক্ষস্থল সিক্ত করিয়া বলিতে থাকেন ;—

"মোহ আবরণ কর উন্মোচন,
প্রাণভ'রে একবার দেখি হে তোমায়!"

যোগীর চিত্ত এ সময় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। তিনি তখন তাঁহার হৃদয় মন সমস্ত তাঁহারই সত্তাসাগরে ঢালিয়া দিয়া পরমানন্দে প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিতে থাকেন।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই কি নির্ব্বোধ! তাহারা নিশীথ সময়ের মূল্য বুঝে না। কেহ এ সময় গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকে, কেহ বা দুষ্কার্য্যে রত থাকিয়া জীবনকে ঘোরতররূপে কলঙ্কিত করিতে থাকে। হা

মানব! তুমি কি ভ্রান্ত! স্বার্থপর বিষয়াসক্ত জীব, নিশীথ সময়ের মূল্য তুমি কি বুঝিবে!

অহংকার।

এস, অহংকার লইয়া আজ কিছু আলোচনা করি। কোন এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি অহংকার সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে একটী উদাহরণ দিয়াছিলেন যে, একখানি নৌকা প্রবল ঝড়ে নদ নদীর তুফানের মধ্য দিয়া নিরাপদে রক্ষিত হইয়াও তটের কাছে আসিয়া ডুবিয়া যায়,—অহংকারীর দশাও অনেক সময় সেইরূপ হয়। সত্যই আমরা দেখিয়াছি যে, একটী লোক বহুদিন ধরিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছে, লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, জীবনের পবিত্রতা, বিশ্বাস ও প্রেমের দ্বারা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে, হঠাৎ দেখি তাহার পতন হইল! তাহার সেই বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা যেন ঘন মেঘের দ্বারা আবৃত হইল! অথবা কোন যাদুকর আসিয়া ভেল্কি বাজি দ্বারা তাহার সে সকল গুণ উড়াইয়া লইয়া গেল। আমাদের চারিদিকে অনেক সময় আমরা এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কেবল অপরের মধ্যে কেন, নিজেদের জীবনেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ দেখিয়া থাকি।

যে সূর্য্য এখন চারিদিকে তেজ বিকীর্ণ করিতেছিল, হঠাৎ সে ক্ষীণপ্রভ কেন হইল,—যে চন্দ্র এই সুধার

জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ আমোদিত করিতেছিল, হঠাৎ সে মধুর জ্যোৎস্না কোথায় পলাইল,—আলো দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে অন্ধকার আসিল? দুষ্ট মেঘ তাহাদিগকে ঢাকিয়াছে। এই যে সুন্দর ফলফুলশোভিত বৃক্ষ উদ্যানের মধ্যে দুই দিন পূর্ব্বে শোভা পাইতেছিল, আজ কেন সে তেজোহীন হইল? কীট তাহার মূলে প্রবেশ করিয়াছে; তাই তার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে।

যে লোক দেখি তেজের সহিত বেড়াইতেছিল, জীবনের পবিত্রতায় লোকের চিত্ত হরণ করিতেছিল, বিশ্বাস-বলে যেন সিংহের ন্যায় চারিদিক্ কম্পিত করিতেছিল, আজ দেখি,—সে ব্যক্তি তেজোহীন শৃগালের ন্যায়! তাহার সে পবিত্রতা এবং প্রতাপ কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সে মানুষ আর এ মানুষ নয়!!

এমন কেন হয়? ইহার কারণ কি?—সর্ব্বসংহারক অহংকারই মানবের পতনের মূল। মেঘ যেমন সূর্য্য চন্দ্রের মুখকে আবৃত করে, কীট যেমন সতেজ ফলফুল শোভিত বৃক্ষকে নিস্তেজ ও সৌন্দর্য্যবিহীন করিয়া ফেলে, কালান্তক অহংকার তেমনি প্রতিভাশালী, পবিত্রচরিত্র ব্যক্তির প্রতিভা ও জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দেয়।

অহংকার কি ভয়ানক শত্রু! বাল্যকালে যে পড়িয়াছিলাম, "নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ," তাহার অর্থ এখন বুঝিতেছি। জীবনের পরীক্ষাতে এই সত্যটী বিশেষ করিয়া

এখন বুঝিতে সক্ষম হইতেছি। প্রিয় বন্ধু! তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ যে, অহংকার মানবের কি ভয়ানক শত্রু?

পর্ব্বতে উঠা কঠিন, কিন্তু পড়া বড় সহজ। একবার একটুকু পা পিছ্‌লাইলে অমনি হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া নিমেষের মধ্যে নীচে পড়িয়া যায়; বহু কষ্টে পাহাড়ে উঠা তার মুহূর্ত্তের মধ্যে শেষ হইয়া যায়! এক কলস দুগ্ধ এক ফোঁটা গোমূত্রে নষ্ট করিয়া দেয়,—প্রকাণ্ড সূর্য্যকে একখানি সামান্য মেঘে ঘেরিয়া ফেলে,—প্রকাণ্ড বৃক্ষকে একটী সামান্য কীটেও ভূমিসাৎ করিয়া দেয়; ঠিক্ এইরূপ তোমার বহু দিনের ধর্ম্মসাধন, তপস্যা, যাগ যজ্ঞ এক দিনের একটী সামান্য প্রলোভনে সমস্ত বিনষ্ট করিতে পারে। এ কি কল্পনা?—না, না,—যাঁহারা মানবচরিত্র ভালরূপ অধ্যয়ন করিয়াছেন, মানবের ইতিহাস ভালরূপে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই একবাক্যে এ কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন। কত শত লোককে এইরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় ভূমিসাৎ হইতে দেখা যাইতেছে। এ সকল পতনের মূল বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই অহংকারকে একটী মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়।

মানুষ যখন মনে করে যে, সে একটা-কিছু হইয়াছে, তখনই ভগবান্ তাহার মাথায় মুগুর মারিয়া বলেন,"ব'স্, আর মাথা উঁচু করিস্‌নে!" "যখন কোন দেশ বা রাজ্য মাথা উঁচু করিয়া নিজের ধন, জ্ঞান ও লোকবলে পূর্ণ হইয়া

দুর্ব্বল জাতির উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, তখন ভগবান্ সেই গর্ব্বিত অত্যাচারী জাতির মস্তকের কেশ ধরিয়া তাহাকে জব্দ করিয়া দেন। তিনি গর্ব্বিত মস্তক চূর্ণ করেন। বীরপুরুষদিগকে দুর্ব্বলের পদদলিত করেন। তিনি সিংহকে সময়ে সময়ে শৃগালের পদানত করেন। মাথা উঁচু করিয়া তাঁহার রাজ্যে বেড়াইবার যো নাই। বড় বড় সাধুদিগের মধ্যে যখনই কোন বিষয়ের অহংকার প্রবেশ করিয়াছে,পরমেশ্বর তখনই তাঁহাদিগের প্রাণে কাঁটা ফুটাইয়া দিয়াছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সামান্য অহংকারের জন্য স্বর্গে যাইতে পারিলেন না।

যখন প্রাণের মধ্যে অহংকার আসিবে, তখনই জানিও যে,তোমার পতন অতি নিকটে। "অহংকার বিনাশের অগ্রে গমন করে।" বিদ্যুৎ যেমন প্রকাশ করিয়া দেয় যে, ত্বরায় বজ্রপাত হইবে, অহংকার তেমনি বলিয়া দেয়,এখনই বোধ হয় সর্ব্বনাশ হইবে! সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে যখন ধরা উত্তপ্ত হয়, জীব জন্তু গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়ে, তখনই কোথা হইতে শীতল মেঘ আসিয়া প্রখর সূর্য্যের জ্যোতিকে হীন করিয়া ফেলে, এবং ধরাকে শীতল জলে শীতল করিতে থাকে। ভগবানের রাজ্যের নিয়মই এই, কোন বিষয়েরই বড় বাড়াবাড়ি তিনি সহ্য করিতে পারেন না। বিশাল সাগরের ভয়ানক গতিকে তিনি নিজ হস্তে বন্ধ করিয়া দেন। অহংকার তাঁহার রাজ্যে স্থান পায় না।

তাঁহার মুটোর মধ্যে যিনি বিনম্রভাবে বাস করিতে পারেন, তিনিই এ সংসারে সুখে থাকিতে পারেন। মাথাটী নীচু করিয়া যিনি এ সংসারে চলিতে পারেন, তিনিই দিন দিন প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। যিনি সকলের কাছে নিজে বক্ষঃস্থল পাতিয়া এই কথা বলিতে পারেন, "তোমরা আমার বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাও," তাঁহার প্রাণের মধ্যে নিরন্তর শত গোলাপ ফুটিয়া উঠে। যিনি সকলের চরণে মস্তক পাতিয়া দেন, তাঁহারই মস্তকে পরমেশ্বর শুভ আশীর্ব্বাদ করেন। নতুবা "হাম্ বড়া হায়" বলিয়া চলিতে গেলেই দর্পহারী পরমেশ্বর মাথায় মুগুর মারেন।

ছি! ছি! অহংকার করিও না। তুমি কিসের অহংকার কর? তুমি যাহা জানিয়াছ বা শিখিয়াছ, সে কি তোমার নিজের শক্তিতে? কোটী কোটী লোক তোমার পশ্চাতে থাকিয়া তোমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। তুমি অহংকার কেন কর,—তুমি যে নড় চড়, ও নিশ্বাস ফেল, সে কি তোমার নিজের শক্তি? সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তির মধ্যে সাঁতার দিতেছ, তাই তুমি জীবিত আছ! তোমার মস্তকের একগাছি কেশকেও শাদা করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। তবে তুমি কিসের অহংকার কর?

হায়! হায়! অহংকার সত্যদাসেরও অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার অনেক দর্প করিয়াছে। তাই সে অহং-

কার বড় ভয় করে। যুবা, বৃদ্ধ, বালক, সকলের নিকট তাহার এই প্রার্থনা, অহংকার পরিত্যাগ কর, নতুবা লোহার হাতুড়ির দ্বারা পরমেশ্বর তোমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবেন।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি।"

রঙ্গিত্।

নির্জ্জন কোলাহলশূন্য হিমালয়ের কোন উপত্যকা মধ্যে এই চিত্তবিমোহিনী নদী প্রবাহিতা হইতেছে। আমরা কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া রঙ্গিত্ দেখিতে গেলাম। রঙ্গিতের রঙ্গের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। সুতরাং তাহা দেখিবার জন্য আমাদের এত কৌতূহল জন্মিয়াছিল যে, সে কারণ পথের কষ্ট আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। চারিদিক্ মেঘে আচ্ছন্ন, সূর্য্যের অতি সামান্য রশ্মি এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে কিছু পরিমাণে আমাদের পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল। আমরা আনন্দ মনে হিমগিরির বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম। কোন স্থানে বিহঙ্গমগণ সুস্বরে গান করিতেছে, কোন স্থানে নির্ঝরিণীগুলি কুলু কুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে; এই সকল বিচিত্র ব্যাপার আমাদের

সকল কষ্ট যেন দূরে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে ভূটীয়া ও পাহাড়ীদিগের ছোট ছোট কুটীর দেখিতে পাইলাম। জনমানব-বিহীন এই পর্ব্বতের শিখর ও উপত্যকার মধ্যে যে এই সকল লোক কিরূপে বাস করে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। যাহা হউক, আমরা এইরূপে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে ক্রমে রঙ্গিতের বিচিত্র শোভা আমাদের নয়ন মন আকর্ষণ করিতে লাগিল। দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একগাছি রূপার সূত্র কাল পাথরের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই তাহার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল; অবশেষে রঙ্গিতের উপরিস্থিত একটি দোদুল্যমান সেতু পার হইয়া তাহার অপর পার্শ্বে গেলাম। দেখিলাম, রঙ্গিত্ সত্য সত্যই এই নির্জ্জন স্থানে নানা রঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে।—

খেল রে রঙ্গিত্, তুমি নানা রঙ্গ ক'রে,
দেখিয়া পাপের জ্বালা সব যাক্ দূরে।

রঙ্গিতের বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া আমরা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে তাহার পার্শ্বে বসিলাম। রঙ্গিতের নৃত্যের সঙ্গে আমাদের মনও যেন নৃত্য করিতে লাগিল। নানা ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া আমার মনকে যেন ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। রঙ্গিতের হুড়্ হুড়্ ও দুড়্ দুড়্ শব্দে আমার

মনোমধ্যেও যেন এক ভাবের গোল উপস্থিত হইল। কখন ইচ্ছা হয় নৃত্য করি, কখন ইচ্ছা হয় লাফ দিয়া রঙ্গিতের মধ্যে পড়ি! এ সকল ভাব চাপিয়া স্থির হইয়া তাহার বিচিত্র গতি দেখিতে লাগিলাম।

দ্রুতগামী স্রোতের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর দেখিলাম। এই দুষ্ট পাথরগুলি স্রোতকে বড়ই বাধা দিতেছে; কোন কোন স্থানে স্রোত ছুটিয়া আসিতে আসিতে পাথরে বাধা পাইয়া আরও প্রবলবলের সহিত পাথর উল্লঙ্ঘন করিয়া দ্রুতবেগে আপন গম্য স্থানে ছুটিয়া যাইতেছে। নির্জ্জীব স্রোতগুলি স্ববলে উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে পাথরের এক পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। যে স্রোত বেগবতী তাহা সকল বাধা অতিক্রম করিতেছে, যে ক্ষীণ তাহার আর সে ক্ষমতা নাই।

রঙ্গিতের স্রোতের ন্যায় আমাদেরও জীবন-স্রোত নিরন্তর এই রূপে মোহের পাষাণে বাধা পাইতেছে। যে জীবনের তেজ আছে, সে জীবন এই মোহের পাথরগুলি উল্‌টাইয়া আপন কার্য্য সিদ্ধি করিবার জন্য অবিরাম দৌড়িয়া যাইতেছে। কাহার সাধ্য সে স্রোতকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে?

হায়! মানবের জীবন-স্রোত সেই অনন্ত প্রেম-জলধি পরমেশ্বরের দিকে ছুটিতে ছুটিতে মধ্যে কত বাধাই পায়! মোহ কি ভয়ানক! মোহ কি সর্ব্বসংহারক! দুর্দ্দান্ত

মোহ মানবের কি সর্ব্বনাশই করে! সাধ ক'রে কি মহাবীর শাক্যসিংহ নিজে মোহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মোহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নরনারীকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজে অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন! সাধ ক'রে কি শঙ্করাচার্য্য এই মোহের মাথায় মুদ্গর মারিয়া "মোহ-মুদ্গর" প্রস্তুত করিয়াছিলেন!

রঙ্গিতের ধারে বসিয়া এই গানটি মনে আসিল ঃ—

"ওহে প্রেমের জলধি, এ হৃদয়ের নদী
তোমাতে মিলিতে চায়;
পথে মোহের পাষাণে, সদা সংঘর্ষণে
তরঙ্গ তুলিয়া ধায়!"

সত্যই,—মোহের পাষাণ সর্ব্বদা আমাদের জীবন-স্রোতকে বাধা দিতেছে। ধন্য সেই সকল ব্যক্তি যাঁহারা শত শত সংসারের মোহের পাষাণকে দূরে ফেলিয়া পরম বস্তু পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু এই ভয়ানক মোহের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভগবানের কৃপা ভিন্ন আর উপায় নাই। যিনি তাঁহার চরণ নিরন্তর বক্ষে ধারণ করিয়া রাখেন, তিনিই এই সর্ব্বসংহারক মোহের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। সত্যদাস ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় ত কিছু দেখিতে পায় না।

হিমাদ্রির নির্জ্জন শিখর।

(আত্মদর্শন ও ঈশ্বরলাভের প্রধান উপায়)

আমার কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধুর সহিত একদিন হিমালয়ের কোন স্থানে বেড়াইতে যাই। আমার জীবনে কখনও সেরূপ নিস্তব্ধ, মনোহর স্থান দেখি নাই।—স্থানটী নানা প্রকার তরুলতায় পূর্ণ—কত প্রকার সুন্দর সুন্দর লতাপাতা যে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। কোন কোন লতা যেন স্বর্ণমণ্ডিত, কোন গুলি বিচিত্র রঙ্গে চিত্রিত; এই বিচিত্র প্রকারের পত্র চারিদিক্ যেন আলোকিত করিতেছে। আমরা বেড়াইতে বেড়াইতে আনন্দ মনে বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল কিছু কিছু লতাপাতা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। কোন কোন লতা সুগন্ধিযুক্ত দেখিয়া তাহা পেষণ করিয়া তাহাদিগের মধুর আঘ্রাণ লইতে লাগিলাম। হিমাচল-শিখরে বেড়াইতে বেড়াইতে শৈল-লতা ও হিমাদ্রি-কুসুম সংগ্রহ করা যে কি আনন্দের ব্যাপার তাহা কি বর্ণনা করা যায়? যাঁহারা জীবনে কখন এই রূপ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। এ স্থানের নিস্তব্ধতা ও সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা কোন কবির সাধ্য নহে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সেই আদি কবি ভিন্ন পৃথিবীর কোন কবির এই অত্যাশ্চর্য্য মনোহর ব্যাপারের ছবি অঙ্কিত করা সাধ্য নহে। এ

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে কল্পনাও পরাস্ত হইয়া যায়—বর্ণনা করিতে অভিধানের সকল কথা ফুরাইয়া যায়।

আমরা বেড়াইতে লাগিলাম। আমার ক্ষুদ্র হৃদয় কখন যেন মীনের ন্যায় অগাধ গভীর জলে নিমগ্ন হইতে লাগিল, কখন যেন এই অসার, নীচ, মোহ-মায়াময়, কোলাহলময় সংসার অতিক্রম করিয়া বিহঙ্গমের ন্যায় উচ্চ আকাশে উঠিতে লাগিল। যত নিবিড় হইতে আরও নিবিড়তর প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, তত অন্তর-রাজ্যে যেন আরও বিচিত্র ব্যাপার সকল সংঘটন হইতে লাগিল। দেখি, মনটাকে কে যেন এক খানা মান-চিত্রের ন্যায় আমার সম্মুখে আনিয়া ধরিল। মানচিত্রে যেমন কোন স্থানে নদ নদী, পর্ব্বত ও কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকল একত্রে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে, আমার এই মন-মানচিত্রের মধ্যেও সেইরূপ কোন স্থানে পাপের নদী প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থানে অহংকার পর্ব্বতশিখরের ন্যায় মস্তক উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোন স্থানে ভয়ানক দুষ্কৃতি সকল দ্বীপের ন্যায় পুঞ্জীকৃত আছে। আমি মানচিত্র খানি বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এই মানচিত্র খানি দেখিয়া অবশেষে বুঝিলাম,এ মানচিত্র "আমি"।—প্রকৃত "আমি" নির্জ্জনে দেখিয়া ফেলিলাম!

প্রকৃত ভাবে নিজেকে বুঝিতে হইলে নির্জ্জনে যাইতে

হয়। প্রকৃত "আমি" দেখিতে হইলে কিছু সময়ের জন্য সংসারের প্রিয়তম বন্ধুদিগের সঙ্গও পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং জনকোলাহলশূন্য নির্জ্জন কানন, নিবিড় অরণ্য ও দেবারাধ্য নিস্তব্ধ নির্জ্জন, পরম পবিত্র হিমাদ্রির কোলে প্রবেশ করিতে হয়। এই সকল নির্জ্জন প্রদেশে প্রকৃত "আমি" কে তাহা বাহির হইয়া পড়ে,—প্রকৃত আত্মদর্শন হয়।

সংসার-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সংসারের ধূলায় চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। সংসার-কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যায়। সেখানে কি নিজেকে ভাল করিয়া চেনা যায়? এক মুহূর্ত্তকাল সেখানে স্থির হইয়া কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া বসা কঠিন হইয়া পড়ে, সেখানে সূক্ষ্মরূপে নিজেকে দর্শন করা কি সম্ভব? অতএব তন্ন তন্ন করিয়া শবচ্ছেদের ন্যায় নিজেকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া পাপ ও অপরাধ সকল বাহির করিতে হইলে, অথবা প্রকৃত মানচিত্রের ন্যায় মনটা সম্মুখে ধরিয়া পরিষ্কাররূপে নিজেকে দেখিতে হইলে, নির্জ্জনে গমন করিতে হয়, নতুবা আত্মদর্শন অসম্ভব।

আত্মদর্শন কাহাকে বলে? নিজেকে বেশ করিয়া জানা,—অর্থাৎ হৃদয়ের কোন্ স্থানে অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে পাপ প্রবেশ করিতেছে কিনা। বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে, প্রকৃত আত্মদর্শন এই তিনটা মূল প্রশ্নের উপর নির্ভর করিতেছে,—"আমি কি করিতে এ সংসারে

আসিলাম,—কি করিতেছি, এবং আমার কি করা উচিত।” নির্জ্জনে বসিয়া গভীররূপে এই তিনটী প্রশ্ন করিলে মানবের চেতনা হয়, হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া দেয়। এই তিনটী প্রশ্ন পাপ ও সংসারাসক্ত, উদ্দেশ্যবিহীন মানবের কেশ ধরিয়া অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রত করে, এবং প্রাণে ধাক্কা দিয়া কর্ত্তব্য, ন্যায় ও পুণ্যের পথে অগ্রসর করিতে থাকে। বজ্রনিনাদে নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন হঠাৎ জাগ্রত হইয়া উঠে, অনেক সময় ঐ তিনটী গুরুতর প্রশ্ন অনেক লোককে মৃত্যুসম অজ্ঞান ও মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া জীবন-সমরক্ষেত্রে অজেয় বলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

প্রকৃত আত্মদর্শন বিনা প্রকৃত ধর্ম্মোন্নতি অসম্ভব। নিজের কোথায় কি আছে বিশেষ করিয়া না জানিলে প্রার্থনাও অসম্ভব। এই জন্য ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আত্ম-দর্শনকে ধর্ম্মলাভের প্রধানতম মূল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নিজেকে যে না ভাল করিয়া চিনিল, নিজের প্রাণের কোথায় কি আছে, যে ভাল করিয়া না দেখিল, সে কি কখন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে? প্রকৃত “আমি” কি, প্রকৃত আত্মদর্শন ও নিজেকে চেনা,—নির্জ্জন স্থানই এ সকলের অনুকূল। নির্জ্জন কানন ও নির্জ্জন গিরিগুহায় যাও এবং প্রকৃত “তুমি” বেশ করিয়া দেখ।

“হে মন, কর আত্মানুসন্ধান, রবিজ ভয় রবেনা।”

এখন যাক্ আত্মদর্শনের কথা। আমরা বেড়াইতে বেড়াইতে নানা প্রকার কথা কহিতে লাগিলাম। ঝরণার ঝর্‌ঝর্ শব্দ ও পাখীদের গান মনকে নাচাইতে লাগিল। এখন প্রকৃতি নবভাবে প্রাণেশ্বরকে সম্মুখে আনিয়া ধরিতে লাগিল। বনফুলের মধ্যে যেন এক অপূর্ব্ব ফুল দেখিতে লাগিলাম, লতাপাতার মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব স্রোত ছুটা-ছুটী করিতেছে, দেখিতে পাইলাম। পাখীগুলির মধুর কণ্ঠ-স্বরের মধ্যে কি যেন আরও একটী অমিয়মাখা স্বরে প্রাণটী মুগ্ধ হইতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে কি যেন অপূর্ব্ব রং ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল,—এক শীতল স্রোত আসিয়া আমার প্রাণে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। উত্তপ্ত মন যেন সেই স্রোতের জলে শীতল হইতে লাগিল।

এ সকল কি আর ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে? স্বর্গের দেবতা নির্জ্জনে আপনার রূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখন সেই অপূর্ব্ব তরঙ্গগুলি চারিদিক্ হইতে আসিয়া হৃদয়ে লাগিতে লাগিল, তখন সেই অনন্ত প্রেম-জলধিকে দেখিবার জন্য যেন প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। আমার প্রেমহীন হৃদয় এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কি বলিবে অথবা কি যে করিবে, স্থির করিতে পারিতেছে না; এমন সময়ে আমার এক ভক্ত বন্ধু ভাবে বিভোর হইয়া, আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া এই গানটী ধরিলেনঃ—

"দেখা দিবে ব'লে লুকায়ে আছ আমার হৃদয়সখা!"

এই কয়েকটী কথা যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি-প্রভাবে আমাদের সকলের হৃদয় সঞ্চালন করিতে লাগিল। আমার আর একটী বন্ধু আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন, কোলাহলশূন্য তরুলতাবেষ্টিত প্রস্ফুটিত বনফুল-শোভিত স্থানে,—বিহঙ্গমের কলকণ্ঠনিঃসৃত মধুর ধ্বনির মধ্যে এই ব্যাপার কাহার সাধ্য বর্ণনা করে, অথবা চিত্র করিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়? সে কাণ্ড লিখিতেও লেখনী কম্পান্বিত হয়, মুখে বর্ণনা করিতেও রসনা পরাস্ত হয়।

নির্জ্জন স্থানে ভগবান্ তাঁহার রূপ প্রকাশ করিয়া মানবের চিত্তহরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার চিত্তহারী, হৃদয়-বিমোহন রূপ তিনি নির্জ্জনে তাঁহার সন্তানদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি নির্জ্জনে তাঁহার সন্তানের হাতটী ধরিয়া বলেন, "এই দেখ্,—আমাকে ভাল করিয়া দেখ্,—তুই কি লইয়া সংসারে ভুলে থাকিস্!" এই রূপে সেই স্বর্গের দেবতা আপনার রূপ প্রকাশ করিয়া মানবের প্রাণ অধিকার করিয়া থাকেন। যখন তিনি এইরূপে নিজের রূপ প্রকাশ করিয়া মানবের প্রাণকে অধিকার করেন, তখন সে ব্যক্তির নবজীবন হয়, তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সংসারে বাস করেন না। থাকেন থাকেন,—তিনি আবার দৌড়িয়া সেই নির্জ্জন স্থানে গিয়া

সেই অপূর্ব্ব রূপ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রেমচন্দ্রকে দেখিতে না পান, ততক্ষণ তাঁহার আর প্রাণ স্থির হয় না। সেই রূপ দেখিলে তবে তাঁহার প্রাণ স্থির হয়। তখন সেই রূপসাগরে নিমগ্ন হওয়াই তাঁহার জীবনের প্রধান সুখ ও আনন্দ হইয়া উঠে।

নির্জ্জনবাসের দুইটী ফল আমরা দেখিতে পাইঃ—১ম, নির্জ্জন-বাসের দ্বারা আত্মদর্শন হয়, জীবনের লুক্কায়িত পাপ প্রভৃতি ধরিতে পারা যায়,—এবং জীবনের লক্ষ্য এবং কার্য্য বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করা যায়। এখানে এবিষয়ের অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। ঈশা, মহম্মদ, শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধর্ম্মবীরপুরুষগণ প্রচার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সকলেই কিছু সময়ের জন্য নির্জ্জন-বাস করিয়াছিলেন। এ সকল বড় বড় লোকের কথা দূরে থাকুক,—যে সকল লোকের প্রাণ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, নির্জ্জনবাসই তাহাদিগের এক মাত্র কারণ। নির্জ্জনবাস দ্বারা সুমহৎ ফল উৎপন্ন হয়।

২য়।—নির্জ্জনে ভগবানের সহিত মানবের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়। নির্জ্জনেই তিনি তাঁহার রূপরাশি প্রকাশ করিয়া থাকেন। নির্জ্জনে বসিলে প্রাণ প্রশান্ত হয়,—মনের চঞ্চলতা ক্রমে ক্রমে স্থির হইতে আরম্ভ হয়। পাপগুলা আপনাপনি বাহির হইয়া যাইতে থাকে। এই নির্জ্জন ও গভীর স্থানে মানুষ যখন আত্মস্থ হয়,—তখন সেই প্রেম-

শশীর রূপের সুধাময় জ্যোৎস্না তাহার হৃদয় আলোকিত করিতে থাকে। নির্জ্জনেই মানব সেই রসস্বরূপ চিন্ময় পুরুষকে দেখিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিয়া থাকে! সাধু অসাধু সকলেরই নির্জ্জন-বাস নিতান্ত প্রয়োজন। অসাধু আপনার পাপ ও অপরাধ দেখিয়া লজ্জিত হইয়া পাপ পরিত্যাগ করে। আর এই নির্জ্জন স্থানে—প্রণয়ীদিগের ন্যায় প্রেমিকগণ তাঁহাদিগের হৃদয়সখার সহিত হৃদয় খুলিয়া মনের কথা বলিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সাধুগণ, যখন নির্জ্জনে বসিয়া সেই রসস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত আপনাদিগের হৃদয় মনের যোগ স্থাপন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের নিকট সংসারের তাবৎ পদার্থ অসার ও অপদার্থ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা তখন ইন্দ্রপদকেও তুচ্ছজ্ঞান করিতে থাকেন। এই জন্য যোগীবর এমার্সণ্ যখন নির্জ্জনে যোগাসনে বসিতেন, তখন বলিতেন,

"When I am safe in my sylvan home,
I tread on the pride of Greece and Rome."

সাধকগণ যখন নির্জ্জনে সেই অনন্ত শক্তিশালী পুরুষের সহিত বসেন, তখন তাঁহাদিগের প্রাণে দুর্জ্জয় বলের সঞ্চার হয়,—সে অজেয় বলের দ্বারা তাঁহারা ধরাকে কম্পিত করিয়া থাকেন। যে সমস্ত ধর্ম্মবীরগণ কোটী কোটী নর নারীকে বিশ্বাস, প্রীতি ও পবিত্রতার দিকে অগ্রসর করিতে

সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারা সকলেই নির্জ্জনে বাস করিয়া আত্ম-চিন্তা, আত্ম-দর্শন, ও ভগবানের সহিত নিজ প্রাণ মনের যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

যাঁহারা জীবনের প্রকৃত উন্নতি চান, এবং ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে চান, সত্যদাস বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন সময়ে সময়ে প্রকৃতির নির্জ্জন ক্রোড়ে বসিতে শিক্ষা করেন।

দেখ্‌তে হ্যাঁয়।

"——Therefore let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober."

একদিন হিমাদ্রির কোন উচ্চ শিখরে নির্ঝরিণী-পার্শ্বে অপরাহ্নে বসিয়া আমরা কয়েকটী বন্ধুতে ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলাম। হিমালয়ের গাম্ভীর্য্য ও নির্ঝরিণীর কুলু কুলু শব্দে আমাদের চিত্তকে এক আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্যরসে পূর্ণ করিতেছিল। আমরা যে কয়েকজনে সেইস্থানে একত্রে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলাম, এ দরিদ্র সত্যদাস ব্যতীত সকলেই বেশ ভাবগ্রাহী ও যথার্থ ধর্ম্মানুরাগী। উপযুক্ত স্থান পরমেশ্বরের উপযুক্ত সন্তানেরাই (লেখক ব্যতীত) অধিকার করিয়া গভীর ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে আমার কোন এক পরম

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বন্ধু এই মর্ম্মে একটী বিষয়ের উল্লেখ করেন।—বড় বড় জাহাজে যেমন Captain (অধ্যক্ষ) থাকে, তেমনি একজন watchman (প্রহরী) থাকে। রজনীতে নীলাম্বু-বক্ষ দিয়া যখন বাষ্পীয় তরি ছুটিতে থাকে, তখন এই watchman (প্রহরী) জাগ্রত থাকিয়া জাহাজের এক পার্শ্বে বসিয়া জাহাজকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে থাকে। পাছে এ ব্যক্তি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, সেজন্য তাহাকে সর্ব্বদা সজাগ রাখিবার অভিপ্রায়ে তাহার পার্শ্বে এক ব্যক্তি কিছু সময় অন্তর এক এক বার সজোরে ঘণ্টা-ধ্বনি করিতে থাকে; এই ঘণ্টা-ধ্বনি হইবামাত্র, সেই watchman যে জাগ্রত, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাকে এই কথা বলিতে হয়,—"দেখ্‌তে হ্যাঁয়্," অর্থাৎ আমি দেখিতেছি।

ঘোর অন্ধকারপূর্ণ গভীর রজনীতে যখন ভীষণ তরঙ্গায়িত বিপদসঙ্কুল সাগরের বক্ষ দিয়া সহস্র সহস্র নিদ্রাতুর নরনারীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বাষ্পীয়পোত বেগে ছুটিতে থাকে, তখন এই প্রহরীর উপর কি গুরুতর দায়িত্বই নির্ভর করে! যখন নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে সে (প্রহরী) জাহাজের এক প্রান্তভাগে বসিয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে থাকে, তখন এ দৃশ্য দেখিলে অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির লোকও

অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া জীবনের দায়িত্বের বিষয় চিন্তাতে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ যখন আবার সেই গম্ভীর সময়ে সেই সজাগ প্রহরীর কর্ণকুহরের নিকট গম্ভীর শব্দে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টার ধ্বনি হওয়াতে সে বলিয়া উঠে, "দেখ্‌তে হ্যাঁয়," তৎকালীন জাহাজস্থিত কোন জাগ্রত ব্যক্তির জীবনের উপর কি গাম্ভীর্য্য রসই ঢালিয়া দেয়!—উক্ত সময়ে "দখ্‌তে হ্যাঁয়" এই ধ্বনি স্মরণ করিলেও মন প্রাণ যেন গাম্ভীর্য্যরসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

মোহ-অন্ধকার-পূর্ণ এই বিশাল সংসার-সাগরে মানবের জীবনতরীকে বিঘ্ন বাধা ও পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানেরা প্রকৃত প্রহরীর ন্যায়। পরমেশ্বর তাঁহার বিশ্বাসী অনুগত সন্তানদিগের উপর তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানদিগের দেখিবার ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। অপরের জীবনতরি এই সংসার-সাগরে উত্তাল তরঙ্গকে ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে পাছে কোন বিপদসঙ্কুল স্থানে পড়িয়া একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সে জন্য তিনি তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যখন পাপান্ধকারপূর্ণ সংসার-সাগরের বক্ষ দিয়া সহস্র সহস্র জীবনতরি চলিতে থাকে, তখন পরমেশ্বরের বিশ্বাসী ভৃত্যেরা প্রহরীর ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। পাছে তাঁহারা কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া নিদ্রা যান, সে জন্য পরমেশ্বর গম্ভীর নিনাদে তাঁহাদের কর্ণের নিকটে ঘণ্টা-

ধ্বনি করেন এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রকৃত বিশ্বাসী সন্তানেরা সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া বলেন, "প্রভো! দেখ্‌তে হ্যাঁয়!"

সংসারের সকল বিভাগেই পরমেশ্বর যাহাকে যে কার্য্যের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাকেই নিরন্তর সজাগ রাখিবার জন্য তাহার নিকট ঘণ্টা-ধ্বনি করিয়া থাকেন। স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যিনি বাস করেন, স্ত্রী পুত্রের জীবনকে পরিচালিত করা তাঁহার জীবনের একটী মহৎ ব্রত। পরমেশ্বর তাঁহাকে প্রহরীস্বরূপ করিয়া তাহাদের জীবনের মঙ্গলামঙ্গলের ভার গ্রহণে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তিনি যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হন, তাহা হইলে প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করেন, এবং পরমেশ্বর যখন তাহার পরীক্ষার জন্য তাহার কর্ণকুহরের নিকট ঘণ্টা-ধ্বনি করেন, তখন তিনি বলেন, "প্রভো দেখ্‌তে হ্যাঁয়!"

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি সকলেই, যিনি ভগবানের আদেশে যে বিভাগের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, পরমেশ্বর তাঁহার সেই সকল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সন্তানদিগকে সর্ব্বদা সজাগ রাখিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট ঘণ্টা-ধ্বনি করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার অনুগত সন্তানেরা সকলেই একবাক্যে বলেন, "প্রভো দেখ্‌তে হ্যাঁয়!"

কোটী কোটী নরনারীর আত্মার কল্যাণের ভার

যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, পরমেশ্বর নিরন্তর তাঁহাদের কর্ণের নিকট গম্ভীর নিনাদে ঘণ্টা-ধ্বনি করিতে থাকেন, এবং সেই বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রচারকেরা বলেন "প্রভো দেখ্‌তে হ্যাঁয়!"

জাহাজের প্রহরীর ন্যায় তুমি তোমার স্ত্রী পুত্র দেখিবার জন্য যে দায়ী, তাহা কি জান? এই বিশাল সংসার-সাগরের বক্ষ দিয়া যখন তুমি তোমার সংসারতরি চালাইতে থাক, তখন গভীর রজনীতে ভগবানের ঘণ্টা-ধ্বনি কি শুনিয়াছ? সেই ঘণ্টা-ধ্বনি শুনিয়া কি ভগবান্‌কে বলিতে পারিয়াছ, "তুমি আমাকে যাহাদিগের দেখিবার ভার দিয়াছ, দেখ, প্রভো! সাধ্যানুসারে অমি তাহা পালন করিতেছি।" অনেকে স্ত্রী পুত্রের ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি প্রকৃত কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝে না, এবং অনেকে জানিয়াও তাহা পালন করিতে পারে না। এই সকল কর্ত্তব্যবিহীন ব্যক্তিরা পরমেশ্বরের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া নিরন্তর গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকে। যখন পরমেশ্বর তাহাদের কর্ণকুহরের নিকট ঘণ্টা-ধ্বনি করেন, তখন তাহাদের হয়ত নিদ্রা ভাঙ্গে না, অথবা কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকে।

আজ যে শত শত রমণী, বালক ও বালিকার জীবন-তরি পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার কারণ কি এই নয় যে,—অনেক মূর্খ অজ্ঞ লোক যাহারা তাহাদের

জীবনতরি চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আপনাদিগের গুরুতর দায়িত্বের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া সময় কাটাইতেছে? ঐ সকল কর্ত্তব্যবিমুখ ব্যক্তিদিগের দ্বারা কোটী কোটী পরিবার পাপ ও অজ্ঞানতায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে! সরল, সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের ভার যাহাদিগের হস্তে, আজ দেখ, সেই সকল হতভাগ্য ব্যক্তিরা কি ঘোর আলস্য-নিদ্রায় অচেতন!!

মূর্খ, পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইও না, যদি তোমার ভার্য্যাকে সত্য ন্যায় ও প্রীতি দ্বারা ভগবানের দিকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা না কর। তুমি কি জান না যে, একটী সংসারের ভার গ্রহণ করিলে অর্ণবপোতের প্রহরীর ন্যায় তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়? তোমার কুদৃষ্টান্তে অথবা তোমার আলস্যে যদি তোমার পত্নীর ও পুত্রকন্যা-দিগের জীবন সৎপথে পরিচালিত না হইয়া অসৎপথে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে জাহাজের প্রহরীর দোষে সাগরবক্ষে সহস্রলোকপূর্ণ পোত নিমগ্ন হইলে যেমন সেই প্রহরীকেই সম্পূর্ণ দায়ী হইতে হয়, তেমনি তোমার দোষে তোমার সংসার পাপ-সাগরে নিমগ্ন হইলে তুমি ভগবানের নিকট দায়ী। এই গুরুতর দায়িত্ব সুচারুরূপে বহন করিতে সমর্থ না হইলে ভগবানের নিকট বিশেষরূপে দোষী হইতে হয়, ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিবে।

ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ভার অতি গুরুতর। তাঁহারা সহস্র সহস্র নরনারীর আত্মার কল্যাণের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যের শিথিলতায় সহস্র সহস্র নরনারীর ভ্রম, কুসংস্কার মোহ ও মায়ার জাল হইতে মুক্তি লাভ করা কঠিন হইয়া উঠে। পরমেশ্বর তাঁহাদের হস্তে যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাহা যদি তাঁহারা পালন না করেন, তাহা হইলে কিরূপে নরনারী সত্য ও পুণ্যের পথে অগ্রসর হইবে? তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত মন্দ হইলে সাধারণ লোকে তাঁহাদিগের অসদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে, এই জন্য পরমেশ্বর তাঁহার প্রচারকদিগের মস্তকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। যে সকল প্রচারক এই গুরুতর দায়িত্ব মস্তকে ধারণ করিয়াও অগাধ নিদ্রায় অভিভূত থাকেন, তাঁহারা কি মূঢ়! এই পাপান্ধকার-পূর্ণ বিশাল সংসার-সাগরে সমাজের জীর্ণতরিকে সৎপথে চালাইবার ভার যাঁহাদিগের হস্তে, তাঁহাদিগের নিদ্রা যাওয়া কি ঘৃণা ও লজ্জার বিষয়!

চিকিৎসকের দায়িত্বও বড় গুরুতর দায়িত্ব। সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবনের ভার তাঁহাদিগের উপর, তাঁহাদিগের আলস্য ও ত্রুটিতে লোকের জীবন ধ্বংস হইতে পারে। অনেক চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তির ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহাদিগের রোগ নিরীক্ষণ না করিয়াই অত্যন্ত অবহেলার সহিত ঔষধাদি প্রদান করিয়া

থাকেন। এই সকল কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, মূর্খ চিকিৎসকদিগের দ্বারা কত রোগী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে! কি দুঃখ, কি পরিতাপের বিষয়!

এই সংসার-সাগরে পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানদিগের দ্বারা আপনার কার্য্য করাইয়া লইতেছেন, কিন্তু হতভাগ্য অবিশ্বাসী দুর্ব্বল মানব প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াও অনেক সময়ে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়ে। যখন সময়ে সময়ে চেতনা লাভ করিয়া আপন কর্ত্তব্যের ত্রুটি ও ভগবানের আদেশ অমান্য করিতেছে, দেখিতে পায়, তখন ঘৃণায় ও লজ্জায় তাহার মস্তক অবনত হয়। যিনি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সেই কার্য্যের প্রহরী-স্বরূপ। সকলের নিকট সত্যদাসের এই নিবেদন, আমরা যে যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি, এবং গভীর নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে সেই মহান্ পরমেশ্বর যখন আমাদিগের প্রাণের মধ্যে গম্ভীর নিনাদে ঘণ্টা-ধ্বনি করিবেন, তখন যেন সকলেই একবাক্যে এই বলিতে পারি, "প্রভো, দেখ্‌তে হ্যাঁয়!"

স্বর্গীয় বাণী।

আমি যখন হিমাদ্রির কোলে নির্ঝরিণী পার্শ্বে বাস করিতাম, তখন আমি প্রায় প্রতিদিনই প্রাতঃকালে আমার কোন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার সহিত হিমগিরির কোন ঊর্দ্ধ

শিখরে গমন করিয়া কিছু সময়ের জন্য নির্জ্জন সাধন ও বিবিধ ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতাম। আমরা যে শিখরটীতে গমন করিতাম, তথা হইতে সুদূর নেপাল রাজ্য প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত। হিমাচলের উচ্চ হইতে উচ্চে যত উঠা যায়, ততই গিরিশৃঙ্গের অদ্ভুত শোভা নয়ন মন আকৃষ্ট করিতে থাকে। উচ্চে উঠিবার সময় শৃঙ্গগুলি যেমন মন প্রাণকে আকর্ষণ করে, তেমনি তখন নিম্নের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলে নিম্নপ্রদেশের এক অপূর্ব্ব শোভা নয়ন মনকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকে। আমরা যে শিখরটীতে যাইতাম, তথা হইতে তুষারাবৃত "কাঞ্চনজঙ্গা" আমাদের নয়নপথে পতিত হইত। "কাঞ্চনজঙ্গা"র প্রকৃত অর্থ আমাকে তথা-কার একজন শিক্ষিত নেপালি বলিয়াছিলেন, (Five great treasures of snow)। দূর হইতে কাঞ্চনজঙ্গার তুষারাবৃত ৫টী শিখর বোধ হইত যেন স্তরে স্তরে অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ চকখড়ি সজ্জিত রহিয়াছে। কাঞ্চনজঙ্গার শোভা অতি বিচিত্র। আমরা যখন প্রাতঃকালে সেই শিখরে যাইতাম, তখন অগ্রেই দেব দর্শনের ন্যায় একবার তথা হইতে কাঞ্চনজঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম, কিন্তু হিমা-চল প্রায়ই নাকি ঘন মেঘরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তজ্জন্য সে মনোহর দৃশ্য হইতে আমরা অনেক সময় বঞ্চিত হইতাম। যখন মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সেই মেঘরাশিকে বিদূরিত করিত, এবং প্রভাতের তরুণ ভানুর

কিরণ যখন কাঞ্চনজঙ্গার তুষারের উপর নিপতিত হইত, তখন মনে হইত যেন বিভাকর স্বচ্ছ কাচখণ্ডের উপর সোণার রং ঢালিয়া দিতেছে।

শোভার কথা আর কত বলিব! আমরা যে শিখরটীতে বসিতাম, তথা হইতে নিম্নে দৃষ্টি করিলে নিম্নের পর্ব্বতগুলিকে একখানি প্রকাণ্ড সমভূমি বলিয়া বোধ হইত। নিম্নের পর্ব্বতের উপত্যকা, নির্ঝরিণী, নদী এই বিস্তীর্ণ ময়দান (যাহা প্রকৃত ময়দানই নয়) নানা সময়ে নানা আকার ধারণ করিত। বিশেষতঃ যখন তাহার উপর সূর্য্যের কিরণ পতিত হইত, তখন মনে হইত, যেন একখানি সোণার চাদরকে চারিদিকে বিছাইয়া দিয়াছে; আবার তাহার মধ্যে নদী ও নির্ঝরিণীগুলি রূপার রেখার ন্যায় শোভা পাইত। তদুপরি কখন কখন নবীন তৃণদল নয়নস্নিগ্ধকর হঠাৎ রং ঢালিয়া ময়দানের শোভা আরও বর্দ্ধিত করিত।

এই শিখর হইতে মেঘের খেলা দর্শন করা এক অতীব আনন্দের বিষয়। প্রায়ই সর্ব্বক্ষণই চারিদিক্ মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন থাকে। এই মেঘরাশি কখন কখন নানা ভাবে ক্রীড়া করিতে থাকে। যখন সূর্য্যের ক্ষীণ কিরণে ঘন মেঘরাশি কিছু পরিমাণে পরিষ্কার হয়, তখন পর্ব্বতের চারিদিকে বিচ্ছিন্নভাবে পুঞ্জীকৃত হইয়া এই মেঘ সকল আশ্রয় গ্রহণ করে। এই পুঞ্জীকৃত মেঘগুলিকে দেখিয়া

বোধ হইত, যেন প্রকাণ্ড শ্বেত শতদল পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এ সকল বিচিত্র, অপূর্ব্ব ব্যাপার বিশেষরূপে বর্ণন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। জানি না কোন্ অত্যুৎকৃষ্ট কবি হিমাদ্রিশোভার সহস্রাংশের এক অংশও বর্ণনা করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সুগভীর সমুদ্র, নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল, অত্যুচ্চ গিরিশিখর, প্রভৃতি সৃজন করিয়া তাহাদিগকে নিরন্তর তাঁহার গুণ-গানে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত মানবের শিলাসম প্রাণ কি কখন বিগলিত হইত, অথবা তাহার চঞ্চল প্রকৃতি কি কখন স্তম্ভিত ও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইত, যদি সাগরের উত্তাল তরঙ্গ ভীমনাদে উপকূলকে আঘাত না করিত, অথবা লিভায়থান্ সদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোত সকলকে পুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য না করাইত? অকৃতজ্ঞ মানবের প্রাণ কি সহজে ভগবানের দিকে ধাবিত হইত, যদি গিরিবরের উচ্চশৃঙ্গ ঊর্দ্ধমুখে ভগবানের গুণ কীর্ত্তন না করিত? অস্থির মানবের প্রাণ কি কখন গম্ভীররসে পূর্ণ হইত, যদি নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে সুবিস্তীর্ণ ময়দানে দণ্ডায়মান হইয়া সে জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রতি নিরীক্ষণ না করিত! তাই বলি পরমেশ্বর! যখন তোমার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখি সকলেই নিস্তব্ধভাবে একতানে নিরন্তর তোমারই গুণকীর্ত্তনে রত রহিয়াছে! আর আমি অকৃতজ্ঞ, তোমার নিকট হইতে জ্ঞান বুদ্ধি লাভ

করিয়াও পাষণ্ডের ন্যায় 'তোমাকে ভুলিয়া বাস করিতেছি;—

"গ্রহতারকমণ্ডিত নীলগগন,
ধনধান্যভরা রমণীয় ধরা,
সুগভীর তরঙ্গিত নীরনিধি,
হিমরঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি;
সকলে পুলকে সম তান ধরি,
করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে।"

আমি এক দিন আমার কোন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার সহিত সেই শিখরে বসিয়া সুবিখ্যাত টমাস্ এ কেম্পিসের "খ্রীষ্টের অনুকরণ—" (Imitation of Christ) নামক গ্রন্থের কোন অধ্যায় পাঠ করিতেছিলাম; বোধ হয় অনেকেই জানেন,। উক্ত পুস্তকের প্রত্যেক ছত্র গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ আমরা ঐ নিস্তব্ধ শৈলশিখরে বসিয়া যখন ঐ পুস্তকখানির কোন অংশ পাঠ ও তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম, তখন যে আমাদের প্রাণে কি গভীর ভাবের সঞ্চার হইতে-ছিল, তাহা আর কি বলিব! ধর্ম্মভাবপূর্ণ ছত্র পাঠ কালীন আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা এক একবার চক্ষু নিমীলিত করিয়া যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। আমরা এই-রূপে পাঠ ও চিন্তা করিতে করিতে একটী বিশেষ স্থানে আমাদের মনপ্রাণ গাম্ভীর্য্য রসে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সেটী এই,—

"O God, the Truth, make me ever one with Thee in everlasting love!

It is weariness to me to read and to hear many things; in Thee is all I want and desire.

Let all teachers be silent, and let the universe hold its peace in Thy presence, and speak Thou only to me."

বিশেষতঃ "Let all teachers be silent &c. and speak Thou only to me." "জগতের সমস্ত শিক্ষক নিস্তব্ধ হউক্, পরমেশ্বর, কেবল তুমিই আমার সহিত কথা কও," এই কয়েকটী কথা আমাদের প্রাণের মধ্যে যেন এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। আমরা যখন এই কয়েকটী অমূল্য কথা পড়িয়া গভীরভাবে ইহার বিষয় চিন্তা করিতেছি, তখন কোথা হইতে গাঢ় মেঘরাশি আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনতররূপে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এত অন্ধকার যে, আমরা উভয়ে পরস্পরকে প্রায় দেখিতে পাইলাম না। "সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ হউক্,—পরমেশ্বর, কেবল তুমিই আমার সহিত কথা বল," এই কথার সময় পরমেশ্বর যেন সত্যই সমস্ত জগৎকে নিস্তব্ধ করিবার জন্য তৎকালে সেই তমসের ন্যায় মেঘরাশি আনিয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। যখন এইরূপে মেঘের উপর মেঘ আমাদিগকে

ঘেরিয়া ফেলিল, তখন আমার সেই শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বলিয়া উঠিলেন, "ঘের, ঘের, ভাল করিয়া চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেল,—আর যেন জগতের কথা শুনিতে না হয়!"

এ সংসারে এত পাপ ও এত বিবাদ কেন, যদি স্থিরচিত্তে তাহা অনুধাবন করা যায়, তাহা হইলে আমরা এই দেখিতে পাই, মানুষ ভগবানের কথা না শুনিয়া, তাঁহার আদেশে কার্য্য না করিয়া, ভ্রান্ত অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের কথায় জীবন পরিচালিত করিয়াই পদে পদে ভ্রমে ও কুসংস্কারে পতিত হয়, এবং পরস্পরে বিবাদ ও কলহ করিয়া থাকে। মূর্খ লোকে মনুষ্যপ্রণীত শাস্ত্র ও ভ্রান্ত মনুষ্যকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া, পরস্পরে কি বিবাদই করিয়া থাকে! একজন বলিলেন, "এই শাস্ত্র অভ্রান্ত, তোমরা ইহা বিশ্বাস কর," আর শত শত লোক কোন দিকে না তাকাইয়া অভ্রান্তরূপে তাহা গ্রহণ করিল! এইরূপে জগতে শত শত সম্প্রদায়ে পরস্পর বিবাদ করিতেছে। কিন্তু এত বিবাদ কি কখন থাকিত, যদি পরস্পর পরমেশ্বরের দিকে তাকাইয়া প্রকৃত সত্য অবধারণ করিতে চেষ্টা করিত? সকল সত্যের আধার যিনি, তাঁহার নিকট হইতে যদি সকলেই জীবনের গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইতে যত্ন করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে সকলে সার সত্যের দিকে উপনীত হইতে পারিত। সমস্ত সত্য সেই সত্যস্বরূপ

পরমেশ্বর হইতেই প্রসূত হয়। জগতে যে সমস্ত লোক যে সকল শাস্ত্রকে আপ্তবাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই সকল শাস্ত্রের প্রণেতা যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই অনুপ্রাণিত হইয়া সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই সেই সকল সত্য গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে প্রত্যেক মানব কেন না সেই সত্যের প্রস্রবণ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারিবে? পরমেশ্বর সকলের পিতামাতা, তিনি সকল সময়ে সকল অবস্থায় পাপী তাপী, সাধু অসাধু, সকলের নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন, এবং সকলের হৃদয়ের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। সাধুর স্তবস্তুতি, অস্পৃশ্য পামরের গভীর মনোবেদনা,—তিনি সকলই শ্রবণ করেন। তবে তাঁহার নিকট হইতে সকল মানুষ প্রত্যক্ষভাবে সত্য কেন গ্রহণ করিতে পারিবে না?

"সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ হউক্, কেবল তুমিই আমার সহিত কথা কও!" পরমেশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানগণ তাঁহাকে এই কথাই বলিয়া থাকেন। তাঁহারা সংসারের অসার কল্পনায় বা মনুষ্যের কথায় পরিচালিত হন না। ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহারা সত্য গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। কোন এক শ্রদ্ধেয়

ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "আমরা যখন পরমেশ্বরের আদেশে কার্য্য না করি, তখন আমরা শয়তানের আদেশে কার্য্য করিতেছি, জ্ঞান করিতে হইবে।" যে দিন আমরা সুখ সম্পদ, দুঃখ ও বিপদের সময়, সেই দীনবন্ধু পরমেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইতে পারিব, এবং তাঁহাকেই জীবনের চির সুহৃদ্ বলিয়া বরণ করিতে পারিব, এ সংসার সে দিন কি সুখের সংসার হইবে! যে দিন আমরা পরমেশ্বরের প্রত্যেক কথা জীবনের অন্নপানের ন্যায় জ্ঞান করিব, এবং তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র ধ্রুবনেতা করিয়া এই বিশাল সংসার-সাগরে জীবন-তরি ছাড়িয়া দিব, সে দিন এ সংসার কি সুখের ও আনন্দের সংসার হইবে! অসার সংসারের কথায় জীবন পরিচালিত করিয়া অনেক সময় সত্যদাস অসত্যের পথে নীত হইয়াছে, এবং তাহার প্রাণ অশান্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। এখন সত্যদাস সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে, "সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ হউক্ প্রভো! কেবল তুমিই আমার প্রাণের মধ্যে থাকিয়া আমার সহিত কথা কও, শুনিয়া জীবন সফল করি।"

সমাপ্ত।